BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (8TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : INTRODUCTION,
DUA (end),
KOMOL HOWA,
HAUJ,
TAKDIR.

বুখারী শরীফ

দশম খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

banglainternet.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (দশম খণ্ড)
আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৪০
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৫৫/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭·১২৪১
ISBN : 984-06-0951-7
প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯৪
চতুর্থ সংস্করণ
জুন ২০০৫
আষাঢ় ১৪১২
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৬
মহপরিচালক
এ জেড এম শামসুল আলম
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম
মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য : ২৪৮.০০ (দুইশত আটচল্লিশ) টাকা

BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME) (Compilation of Hadith Sharif) : Compiled by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, translated under the supervision of the Editorial Board of Sihah Sittah and edited by the same Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone : 8128068 June 2005
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 248.00 ; US Dollar : 8.00
banglainternet.com

সূচিপত্র

দোয়া অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র-এর ফযীলত ২৯
'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলা ৩০
আল্লাহ্ তা'আলার এক কম একশ' নাম রয়েছে ৩১
সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করা ৩১

কোমল হওয়া অধ্যায়

নবী ﷺ -এর বাণী: আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন ৩৫
আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ৩৬
নবী ﷺ -এর বাণী : দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক ৩৬
আশা এবং এর দৈর্ঘ্য ৩৭
যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌঁছে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তার বয়সের ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি ... ৩৮
যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাওয়া হয় ৩৯
দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা ৩৯
মহান আল্লাহ্‌র বাণী: হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ..... যেন জাহান্নামী হয় পর্যন্ত ৪৩
নেক্‌কার লোকদের বিদায় গ্রহণ ৪৪
ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে ৪৪
নবী ﷺ -এর বাণী : এই সম্পদ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর ৪৬
মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে ৪৬
প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাধিকারী ৪৭
নবী ﷺ -এর বাণী : আমার জন্য উহুদ সোনা হোক, আমি তা কামনা করি না ৪৯
প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য ৫০
দরিদ্রতার ফযীলত ৫০
নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন যাপন কিরূপ ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন ৫২
আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং নিয়মিত করা ৫৬
ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা ৫৯
আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে সবর করা ৫৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট ... ৬০
অনর্থক কথাবার্তা অপছন্দনীয় ৬১
যবান সাবধান রাখা ৬১
আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কাঁদা ৬৩
আল্লাহ্‌র ভয় ৬৩
সব গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা ৬৫
নবী ﷺ -এর বাণী : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমার অবশ্যই হাসতে কম ... ৬৬
প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে ৬৬
জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী আর জাহান্নামও তদ্রূপ ৬৬

banglainternet.com

মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নস্তর ব্যক্তির দিকে তাকায় আর নিজের চেয়ে উচ্চস্তর ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়	...	...	৬৭
যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল ভাল কাজের কিংবা মন্দ কাজের	...	...	৬৭
সগীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা	...	...	৬৮
আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল আর পরিণামের ব্যাপারে ভীত থাকা	...	...	৬৮
অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে নির্জনে থাকা শান্তিদায়ক	...	...	৬৯
আমানতদারী উঠে যাওয়া	...	...	৭০
লোক দেখানো ও শোনানো ইবাদত	...	...	৭১
যে ব্যক্তি সাধনা করবে প্রবৃত্তির সাথে আল্লাহ্র ইবাদতের ব্যাপারে, আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে	...	...	৭২
তাওয়াজু (বিনয়)	...	...	৭৩
নবী ﷺ -এর বাণী : "আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ দু'টি অঙ্গুলীর ন্যায়"	...	...	৭৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন	...	...	৭৫
মৃত্যুযন্ত্রণা	...	...	৭৭
শিঙ্গায় ফুৎকার	...	...	৭৯
আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে মুষ্ঠিতে নেবেন	...	...	৮০
হাশরের অবস্থা	...	...	৮১
মহান আল্লাহ্র বাণী : কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার	...	...	৮৫
মহান আল্লাহ্র বাণী : তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে?	...	...	৮৬
কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ	...	...	৮৬
যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আযাব দেয়া হবে	...	...	৮৭
সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে	...	...	৯০
জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বর্ণনা	...	...	৯২
সিরাত হল জাহান্নামের পুল	...	...	১০১

হাউয অধ্যায়

আল্লাহ্র বাণী : নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি	...	...	১০৭

তাক্দীর অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার ইল্ম-এর ওপর (মুতবিকদ) কলম শুকিয়ে গিয়েছে	...	...	১১৬
(মহান আল্লাহ্র বাণী) : মানুষ যা করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত	...	...	১১৭
(মহান আল্লাহ্র বাণী) : আল্লাহ্ তা'আলার বিধান নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত	...	...	১১৮
আমলের ভাল-মন্দ শেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে	...	...	১১৯
বান্দার মানতকে তাক্দীরে হাওলা করে দেওয়া	...	...	১২১
'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' প্রসঙ্গে	...	...	১২২
নিষ্পাপ সে-ই যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন	...	...	১২২

banglainternet.com

আল্লাহ্‌র বাণী : যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না ১২৩
(মহান আল্লাহ্‌র বাণী) : আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাচ্ছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য ১২৩
আদম (আ) ও মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সামনে কথা কাটাকাটি করেন ১২৪
আল্লাহ্ তা'আলা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই ১২৪
যে ব্যক্তি হতভাগ্যের গহীন গর্ত ও মন্দ তাক্‌দীর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় চায় ১২৫
(আল্লাহ্ তা'আলা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান ১২৬
(মহান আল্লাহ্‌র বাণী) : বল, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছু হবে না ... ১২৬
(মহান আল্লাহ্ বাণী) : আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না ১২৭

শপথ ও মানত অধ্যায়

আল্লাহ্‌র বাণী: তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না ১৩১
নবী ﷺ -এর বাণী : আল্লাহ্‌র কসম ১৩৩
নবী ﷺ -এর কসম কিরূপ ছিল ১৩৪
তোমরা পিতা-পিতামহের কসম করবে না ১৪০
লাত, উয্‌যা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যাবে না ১৪৩
কেউ যদি কোন বস্তুর কসম করে অথচ তাকে কসম দেয়া হয়নি ১৪৩
কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করে ১৪৩
"যা আল্লাহ্ যা চান ও তুমি যা চাও" বলবে না ১৪৪
(মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তারা আল্লাহ্ তা'আলার নামে সুদৃঢ় কসম করেছে ১৪৪
কোন ব্যক্তি যখন বলে : আল্লাহ্ তা'আলাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে, আল্লাহ্ তা'আলাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি ১৪৬
আল্লাহ্ তা'আলার নামে অঙ্গীকার করা ১৪৬
আল্লাহ্ তা'আলার ইযযত, গুণাবলি ও কলেমাসমূহের কসম করা ১৪৭
কোন ব্যক্তির আল্লাহ্‌র কসম বলা ১৪৮
(মহান আল্লাহ্‌র বাণী) : তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন ১৪৮
কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে ১৪৯
মিথ্যা কসম ১৫৩
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে ... ১৫৪
এমন কিছুতে কসম করা যার ওপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের কসম ও রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা ১৫৫
কোন ব্যক্তি যখন বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আজ আমি কথা বলব না। এরপর সে নামায আদায় করল অথবা কুরআন পাঠ করল ১৫৬
যে ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে একমাস গমন করবে না আর মাস যদি হয় উনত্রিশ দিনে... ১৫৭
যদি কোন ব্যক্তি নাবীয পান করবে না বলে কসম করে। অত:পর তেল, চিনি বা আসীর পান করে ফেলে .. ১৫৮
যখন কোন ব্যক্তি তরকারী খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর মিশ্রিত করে খায় ... ১৫৯
কসমের মধ্যে নিয়ত করা ১৬০

banglainternet.com

যখন কোন ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তাওবার লক্ষ্যে দান করে ১৬১
যখন কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যকে হারাম করে নেয় ১৬১
মানত পুরা করা এবং আল্লাহ্‌র বাণী : তাদের দ্বারা মানত পুরা করা হয়ে থাকে ১৬২
মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহ্‌র কাজ ১৬৩
ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা ১৬৪
কোন ব্যক্তি জাহিলী যুগে মানত করল বা কসম করল যে, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে ১৬৪
মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় ১৬৪
গুনাহ্‌র কাজের এবং ঐ বস্তুর মানত করা যার উপর অধিকার নেই ১৬৫
কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোযা পালনের মানত করে আর তার মাঝে কুরবানীর দিনসমূহ বা ঈদুল ফিত্‌রের দিন পড়ে যায় ১৬৭
কসম ও মানতের মধ্যে ভূমি, বকরী, কৃষি ও আসবাবপত্র শামিল হয় কি? ১৬৮

শপথের কাফ্‌ফারা অধ্যায়

মহান আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন ১৭২
যে ব্যক্তি কাফ্‌ফারা দিয়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে ১৭২
দশজন মিসকীনকে কাফ্‌ফারা প্রদান করা; চাই তারা নিকটাত্মীয় হোক বা দূরের হোক ১৭৩
মদীনা শরীফের সা' ও নবী ﷺ -এর মুদ্দ এবং এর বরকত ১৭৪
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : অথবা গোলাম আযাদ করা। এবং কোন্ প্রকারের গোলাম আযাদ করা উত্তম ... ১৭৫
কাফ্‌ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব এবং যিনার সন্তান আযাদ করা ১৭৫
যখন দু'জনের মধ্যে শরীকানা কোন গোলাম আযাদ করে অথবা কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করে তখন তার ওয়ালাতে (স্বত্বাধিকারী) কে পাবে? ১৭৬
কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা ১৭৬
কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফ্‌ফারা আদায় করা ১৭৮

উত্তরাধিকার অধ্যায়

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ১৮৩
নবী ﷺ -এর বাণী: আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না আর যা কিছু আমরা রেখে যাই সবই হবে সাদাকাস্বরূপ ১৮৪
নবী ﷺ -এর বাণী : যে ব্যক্তি মাল রেখে যায় তা তার পরিবার পরিজনের হবে ১৮৭
পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের উত্তরাধিকার ১৮৮
কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার ১৮৮
পুত্রের অবর্তমানে নাতির উত্তরাধিকার ১৮৯
কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাত্‌নীর উত্তরাধিকার ১৯০
পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার ১৯১
সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার ১৯১
সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার ১৯২
কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসাবে উত্তরাধিকারিণী হয় ১৯২
ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার ১৯৩

banglainternet.com

(মহান আল্লাহর বাণী) : লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন ১৯৩
(কোন মেয়েলোকের) দু'জন চাচাতো ভাই, তন্মধ্যে একজন যদি মা শরীক ভাই আর অপরজন যদি স্বামী হয় ১৯৪
যাবিল আরহাম ১৯৪
লি'আনকারীদের উত্তরাধিকার ১৯৫
শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির ১৯৫
অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে। আর লাকীত এর উত্তরাধিকার ১৯৬
সায়বার উত্তরাধিকার ১৯৬
যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ্ ১৯৭
কাফের যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ১৯৮
নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে ১৯৯
কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর বোনের ছেলেও ঐ কাওমের অন্তর্ভুক্ত ... ২০০
বন্দীর উত্তরাধিকার ২০০
মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না ২০১
নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার গুনাহ ... ২০১
যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার দাবি করে ২০১
প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা ২০২
কোন্ মহিলা কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান ২০২
চিহ্ন ধরে অনুসরণ ২০৩

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

যিনা ও শরাব পান ২০৭
শরাবপায়ীকে প্রহার করা ২০৮
যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে শরীয়তের শাস্তি দেওয়ার জন্য হুকুম দেয় ২০৮
বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা ২০৮
শরাব পানকারীকে লা'নত করা মাকরূহ্ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয় ২১০
চোর যখন চুরি করে ২১১
চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা ২১১
হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি) (গুনাহ্র) কাফ্ফারা হয়ে যায় ২১১
শরীয়তের কোন হদ্দ (শাস্তি) বা হক ব্যতীত মু'মিনের পিঠ সংরক্ষিত ২১২
শরীয়তের হদসমূহ (শাস্তি) কায়েম করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া ২১৩
আশরাফ-আতরাফ (উঁচু-নিচু) সকলের ক্ষেত্রে শরীয়তের শাস্তি কায়েম করা ২১৩
বাদশাহ্র কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচীন .. ২১৩
আল্লাহ্র বাণী : পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর। কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে ২১৪
চোরের তওবা ২১৭

banglainternet.com

কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

নবী ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল ... ২২২
ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি; অবশেষে তারা মারা গেল ২২২
নবী ﷺ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন ২২৩
অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফযীলত ২২৩
ব্যভিচারীদের পাপ ২২৪
বিবাহিতকে রজম করা ২২৬
পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না ২২৭
ব্যভিচারীর জন্য পাথর ২২৭
সমতল স্থানে রজম করা ২২৮
ঈদগাহ্ ও জানাযা আদায়ের স্থানে রজম করা ২২৯
যে এমন কোন অপরাধ করল যা হদ্ এর আওতাভুক্ত নয় এবং সে ইমামকে অবগত করল ২২৯
যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি? ... ২৩০
স্বীকারোক্তিকারীকে ইমাম কি এ কথা বলতে পারে যে, সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ? ... ২৩১
স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন "তুমি কি বিবাহিত"? ২৩১
যিনার স্বীকারোক্তি ২৩২
যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা ২৩৪
অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কশাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে ২৩৯
গুনাহ্গার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা ২৪০
ইমাম অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে হদ্ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা ২৪০
আল্লাহ্র বাণী : তোমাদের মধ্যে কারো সাধ্বী, বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে ২৪১
দাসী যখন যিনা করে ২৪১
দাসী যিনা করে বসলে তাকে তিরস্কার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না ২৪২
যিম্মিরা যিনা করলে এবং ইমামের নিকট তাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে এবং তাদের ইহসান (বিবাহিত হওয়া) সম্পর্কিত বিধান ২৪২
বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী বা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয় ২৪৩
প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে ২৪৪
যদি কেউ তার স্ত্রীর সহিত পরপুরুষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে ২৪৫
কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা ২৪৫
শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ কতটুকু ২৪৬
যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা ও অন্যের কলংকিত হওয়াকে প্রকাশ করে এবং অপবাদ রটায় ... ২৪৮
সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা ২৪৯
ক্রীতদাসদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা ২৫০
ইমাম থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর হদ্ প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে পারেন কি?. ২৫০

banglainternet.com

রক্তপণ অধ্যায়

আল্লাহ্র বাণী : আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে ২৫৭
আল্লাহ্র বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে ... ২৬০

(ইমাম কর্তৃক) হত্যাকারীকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আর শরীয়তের দণ্ড বিধির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ২৬০
পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা ২৬১
আল্লাহ্‌র বাণী : প্রাণের বদলে প্রাণ ২৬১
যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল ২৬২
কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারিগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখ্‌তিয়ার লাভ করে ২৬২
যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করা ২৬৪
ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা ২৬৪
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : কোন মু'মিন ব্যক্তির অন্য মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয় ২৬৪
একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে ২৬৪
মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা ২৬৫
আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কিসাস ২৬৫
হাকিমের কাছে মোকদ্দমা দায়ের করা ব্যতীত আপন অধিকার আদায় করে নেওয়া বা কিসাস গ্রহণ করা ... ২৬৬
(জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে ২৬৬
যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোন রক্তপণ নেই ২৬৭
কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে ২৬৮
দাঁতের বদলে দাঁত ২৬৮
আঙ্গুলের রক্তপণ ২৬৮
যখন একটি দল কোন এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করা হবে কি? অথবা সকলের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি? ২৬৯
'কাসামাহ' (শপথ) ২৭০
যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল। আর তারা ওর চক্ষু ফুঁড়ে দিল ২৭৫
আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে ২৭৫
মহিলার ভ্রূণ ২৭৬
মহিলার ভ্রূণ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের উপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয় ২৭৭
যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায় ২৭৮
খনি দণ্ডমুক্ত এবং কূপ দণ্ডমুক্ত ২৭৯
পশু আহত করলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই ২৭৯
যে ব্যক্তি যিম্মিকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ ২৮০
কাফেরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না ২৮০
যখন কোন মুসলমান কোন ইহুদীকে ক্রোধের সময় থাপ্পড় লাগাল ২৮০

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে তার গুনাহ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার শাস্তি ২৮৫
ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হুকুম ২৮৭
যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা ২৮৯

banglainternet.com

যখন কোন যিম্মী বা অন্য কেউ নবী ﷺ -কে বাকচাতুরীর মাধ্যমে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না ... ২৯০
অনুচ্ছেদ ২৯১
খারিজী সম্প্রদায় ও মুলহিদদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করা ২৯১
যারা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ত্যাগ করে এবং এজন্য যে যাতে করে লোকেরা তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে ২৯৩
নবী ﷺ -এর বাণী : কস্মিনকালেও কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন ২৯৪
ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে ২৯৪

বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

যে ব্যক্তি কুফরী কবুল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয় ... ৩০২
জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো ৩০৩
বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না ৩০৪
কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, যার ফলে সে গোলাম দান করে ফেলে অথবা বিক্রি করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না ৩০৫
'ইকরাহ্' (বাধ্যকরণ) শব্দ থেকে কারহান ও কূরহান নির্গত, উভয়টির অর্থ অভিন্ন ৩০৫
যখন কোন মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়, তখন তার উপর কোন হদ্ আসে না ৩০৬
যখন কোন ব্যক্তি তার সঙ্গী সম্পর্কে নিহত হওয়া বা অনুরূপ কিছুর আশংকা পোষণ করে, তখন (তার কল্যাণার্থে) কসম করা যে, সে তার ভাই ৩০৭

কূটকৌশল অধ্যায়

কূটকৌশল পরিত্যাগ করা। এবং কসম ইত্যাদিতে যে যা নিয়ত করবে তা-ই তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে ৩১১
নামায ৩১১
যাকাত এবং সাদাকা প্রদানের ভয়ে যেন একত্রিত পুঁজিকে বিভক্ত করা না হয় এবং বিভক্ত পুঁজিকে যেন একত্রিত করা না হয় ৩১২
অনুচ্ছেদ ৩১৪
ক্রয়-বিক্রয়ে যে কূটকৌশল অপছন্দনীয় ৩১৫
দালালী করা অশোভনীয় হওয়া প্রসঙ্গে ৩১৫
ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে ৩১৫
অভিভাবকের পক্ষে বাঞ্ছিতা ইয়াতীম বালিকার পুরা মহর না দেওয়ার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে ৩১৬
যদি কেউ কোন বাঁদী অপহরণ করার পর বলে, সে মরে গেছে এবং বিচারকও মৃত বাঁদীর মূল্যের ফায়সালা করে দেন ৩১৭
অনুচ্ছেদ ৩১৭
বিয়ে ৩১৭
কোন মহিলার জন্য স্বামী ও সতীনের বিরুদ্ধে কৌশল করা অপছন্দনীয় ৩১৯

banglainternet.com

প্লেগ মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেয়া নিষিদ্ধ	...	...	৩২১
হেবা ও শুফ্'আর ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন	...	...	৩২২
বখ্শিশ পাওয়ার নিমিত্ত কর্মচারীর কৌশল অবলম্বন	...	...	৩২৪

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওহীর সূচনা হয় ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে	...	...	৩২৯
নেক্কার লোকদের স্বপ্ন	...	...	৩৩১
(রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী) : ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়	...	...	৩৩২
ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ	...	...	৩৩২
সুসংবাদবাহী বিষয়াদি	...	...	৩৩৩
ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহ্র বাণী : স্মরণ কর, ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল..... তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়	...	...	৩৩৪
ইব্রাহীম (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহ্র বাণী : অত:পর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ..... এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি	...	...	৩৩৪
একাধিক লোকের অভিন্ন স্বপ্ন দেখা	...	...	৩৩৪
বন্দী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন	...	...	৩৩৫
যে ব্যক্তি নবী ﷺ -কে স্বপ্নে দেখে	...	...	৩৩৫
রাত্রিকালীন স্বপ্ন	...	...	৩৩৬
দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা	...	...	৩৩৮
মহিলাদের স্বপ্ন	...	...	৩৩৯
খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে	...	...	৩৪০
স্বপ্নে দুধ দেখা	...	...	৩৪০
যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নখে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়	...	...	৩৪১
স্বপ্নে জামা দেখা	...	...	৩৪১
স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা	...	...	৩৪২
স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা	...	...	৩৪২
স্বপ্নে মহিলার নিকাব উন্মোচন	...	...	৩৪৩
স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা	...	...	৩৪৩
স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা	...	...	৩৪৪
স্বপ্নে হাতল অথবা আংটায় ঝুলা	...	...	৩৪৪
স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর খুঁটি দেখা	...	...	৩৪৫
স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা	...	...	৩৪৫
স্বপ্নে বন্ধন দেখা	...	...	৩৪৬
স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা	...	...	৩৪৬
স্বপ্নযোগে কূপ থেকে এমনভাবে পানি তুলতে দেখা যে লোকদের তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে যায়	...	...	৩৪৭
স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি তুলতে দেখা	...	...	৩৪৮
স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা	...	...	৩৪৯

banglainternet.com

স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা ৩৪৯
স্বপ্নে ওযূ করতে দেখা ৩৫০
স্বপে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা ৩৫১
স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় থেকে অন্যকে দেওয়া ৩৫১
স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা ৩৫২
স্বপ্নে ডান দিক গ্রহণ করতে দেখা ৩৫৩
স্বপ্নে পেয়ালা দেখা ৩৫৪
স্বপ্নে কোন কিছু উড়তে দেখা ৩৫৪
স্বপ্নে গরু যবেহ হাতে দেখা ৩৫৫
স্বপ্নে ফুঁ দেওয়া ৩৫৫
কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একদিক থেকে একটা জিনিস বের করে অন্যত্র রেখেছে ৩৫৬
স্বপ্নে কালো মহিলা দেখা ৩৫৬
স্বপ্নে এলামেলো চুলবিশিষ্ট মহিলা দেখা ৩৫৬
স্বপ্নে নিজেকে তরবারী নাড়াচাড়া করতে দেখা ৩৫৭
যে ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল ৩৫৭
স্বপ্নে অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা এবং সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না করা ... ৩৫৮
ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা ৩৫৯
ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া ৩৬০

ফিত্না অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা সেই ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই আপতিত হবে না। এবং যা নবী ﷺ ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক করতেন ৩৬৭
নবী ﷺ -এর বাণী : আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না ... ৩৬৮
নবী ﷺ -এর বাণী : কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে ৩৭০
নবী ﷺ -এর বাণী : আরবরা অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে হালাক হয়ে যাবে ৩৭১
ফিত্নার প্রকাশ ৩৭২
প্রতিটি যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ আরও নিকৃষ্টতর হবে ৩৭৩
নবী ﷺ -এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয় ... ৩৭৪
নবী ﷺ -এর বাণী : আমার পর তোমরা পরস্পরে হানাহানি করে কুফ্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না ... ৩৭৫
নবী ﷺ -এর বাণী : ফিত্না ব্যাপক হারে হবে, তাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে . ৩৭৭
দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরস্পরে মারমুখী হলে ৩৭৮
যখন জামাআত (মুসলমানরা সংঘবদ্ধ) থাকবে না তখন কি করতে হবে ৩৭৯
যে ফিত্নাবাজ ও জালিমদের দল ভারী করাকে অপছন্দনীয় মনে করে ৩৮০
যখন মানুষের আবর্জনা (নিকৃষ্ট) অবশিষ্ট থাকবে ৩৮১
ফিত্নার সময় বেদুঈনসুলভ জীবনযাপন করা বাঞ্ছনীয় ৩৮২
ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৩৮৩
নবী ﷺ -এর বাণী: ফিত্না পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে ৩৮৪

banglainternet.com

সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ফিত্না তরঙ্গায়িত হবে	...	...	৩৮৬
অনুচ্ছেদ	...	...	৩৮৮
যখন আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়-এর উপর আযাব নাযিল করেন	...	...	৩৯১
হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ -এর উক্তি : অবশ্যই আমার এ পৌত্র সরদার আর সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবদমান) দুটি দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করবেন	...	...	৩৯১
যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে	...	...	৩৯২
কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না	...	...	৩৯৪
যামানার এমন পরিবর্তন হবে যে, পুনরায় মূর্তিপূজা শুরু হবে	...	...	৩৯৪
আগুন বের হওয়া	...	...	৩৯৫
অনুচ্ছেদ	...	...	৩৯৬
দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা	...	...	৩৯৭
দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করবে না	...	...	৪০০
ইয়াজূজ ও মা'জূজ	...	...	৪০১

আহকাম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী	...	...	৪০৫
আমীর কুরাইশদের থেকে হবে	...	...	৪০৬
হিক্মাত (সঠিক জ্ঞান)-এর সাথে বিচার ফয়সালাকারীর প্রতিদান	...	...	৪০৭
ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা যতক্ষণ তা নাফরমানীর কাজ না হয়	...	...	৪০৭
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেন	...	...	৪০৮
যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়	...	...	৪০৯
নেতৃত্বের লোভ অপছন্দনীয়	...	...	৪০৯
জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা	...	...	৪১০
যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহ্ও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন	...	...	৪১১
রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাত্ওয়া দেওয়া	...	...	৪১২
উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ -এর কোন দারোয়ান ছিল না	...	...	৪১২
বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাযোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন	...	...	৪১৩
রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুফ্তী ফাত্ওয়া দিতে পারবেন কি?	...	...	৪১৪
যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে	...	...	৪১৫
মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, ও এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে	...	...	৪১৬
লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়	...	...	৪১৮
প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা	...	...	৪১৯
যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন করে	...	...	৪২০

banglainternet.com

যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন হদ্ কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডপ্রাপ্তকে মসজিদ থেকে বের করে হদ্ কার্যকর করার নির্দেশ দেয় ৪২১
বিচারকের বিবদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া ৪২১
বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, চাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে ... ৪২২
দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়, যেন তারা পরস্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে ৪২৪
প্রশাসকের দাওয়াত কবূল করা ৪২৫
কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা ৪২৫
আযাদকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা ৪২৬
লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা ৪২৬
শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয় ৪২৭
অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার ৪২৭
যার জন্য বিচারক, তার ভাই-এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে কেননা, বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না ৪২৮
কূয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার ৪২৯
মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই ৪৩০
ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূসম্পদ বিক্রি করা ৪৩০
না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয় ৪৩১
অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে ৪৩১
বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইল্‌মের মতামতের উল্টো ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয় ৪৩২
ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া ৪৩২
লিপিবদ্ধকারীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাঞ্ছনীয় ৪৩৩
শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি ৪৩৫
কোন বিষয়ের তদন্ত করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা? ... ৪৩৬
প্রশাসকদের দোভাষী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাষী নিয়োগ বৈধ কিনা? ৪৩৭
শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া ৪৩৮
রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা ৪৩৯
রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন ৪৪০
যে ব্যক্তি দু'বার বায়'আত গ্রহণ করে ৪৪৩
বেদুঈনদের বায়'আত গ্রহণ ৪৪৪
বালকদের বায়'আত গ্রহণ ৪৪৪
কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর অত:পর তা প্রত্যাহার করা ৪৪৪
কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা ৪৪৫
স্ত্রীলোকদের বায়'আত গ্রহণ ৪৪৫
যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারাও আল্লাহ্‌রই বায়'আত গ্রহণ করে ৪৪৭

banglainternet.com

খলীফা বানানো ৪৪৭
অনুচ্ছেদ ৪৫০
বিবদমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া ... ৪৫০
শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বারণ করতে পারবেন কিনা? ৪৫১

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

আকাঙ্ক্ষা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন ৪৫৫
কল্যাণের প্রত্যাশা করা। নবী (সা)-এর বাণী : যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হত ... ৪৫৬
নবী (সা)-এর বাণী : কোন কাজ সম্পর্কে যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম ... ৪৫৬
নবী (সা)-এর বাণী : যদি এরূপ এরূপ হত ৪৫৮
কুরআন (অধ্যয়ন) ও ইলম (জ্ঞানার্জনের) আকাঙ্ক্ষা করা ৪৫৮
যে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ ৪৫৯
কারোর উক্তি : যদি আল্লাহ্ না করতেন তা হলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না ৪৫৯
শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ ৪৬০
لو 'যদি' শব্দটি বলা কতখানি বৈধ ৪৬০

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আযান, নামায, রোযা, ফরয ও অন্যান্য আহ্কামের বিষয় গ্রহণযোগ্য... ৪৬৭
নবী (সা) একা যুবায়র (রা)-কে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন ৪৭২
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় ৪৭৩
নবী (সা) আমীর ও দূতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন ৪৭৪
আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের প্রতি নবী (সা)-এর ওসিয়ত ছিল, যেন তারা (তাঁর কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের পৌছিয়ে দেয় ৪৭৫
একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর ৪৭৬

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা ৪৭৯
নবী ﷺ -এর বাণী : 'আমি জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি... ৪৮০
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাতের অনুসরণ বাঞ্ছনীয় ৪৮১
অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিন্দনীয় ৪৮৮
নবী ﷺ -এর কাজকর্মের অনুসরণ ৪৯২
দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া বাড়াবাড়ি করা এবং বিদ্'আত অপছন্দনীয় ৪৯৩

banglainternet.com

বিদ্'আত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ ৪৯৯

মনগড়া মত ও ভিত্তিহীন কিয়াস নিন্দনীয় ৫০০

ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না ৫০১

নবী ﷺ নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উম্মতদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ্ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে নয় ৫০২

নবী ﷺ -এর বাণী : আমার উম্মতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন আর তাঁরা হলেন আহলে ইল্ম (দীনি ইলমে বিশেষজ্ঞ) ৫০৩

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে ৫০৩

কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) সুস্পষ্টহুকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা... ... ৫০৪

আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালার মধ্যে ইজ্তিহাদ করা ৫০৫

নবী ﷺ -এর বাণী : অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে.. ৫০৬

গোমরাহীর দিকে আহ্বান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ ৫০৭

নবী (সা) যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যে সব বিষয়ে মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং নবী ﷺ -এর নামাযের স্থান, মিম্বর ও কবর সম্পর্কে ৫০৭

মহান আল্লাহ্র বাণী : (হে আমার হাবীব!) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয় ৫১৪

মহান আল্লাহ্র বাণী : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয় ৫১৫

মহান আল্লাহ্র বাণী : এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি ৫১৬

কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজ্তিহাদে ভুল করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রাহ্য হবে ৫১৭

বিচারক ইজ্তিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে ৫১৮

প্রমাণ তাদের উক্তির বিরুদ্ধে, যারা বলে নবী ﷺ -এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল ৫১৮

কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ ৫১৯

দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় ৫২০

নবী ﷺ -এর বাণী : আহলে কিতাবদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না ৫২৩

নবী ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়, তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ হওয়া প্রমাণিত তা ব্যতীত ৫২৪

মতবিরোধ অপছন্দনীয় ৫২৬

মহান আল্লাহ্র বাণী : তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে ৫২৮

banglainternet.com

জাহ্‌মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

মহান আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উম্মাতকে নবী ﷺ -এর দাওয়াত ৫৩৩
আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ নামে আহ্বান কর বা রাহ্‌মান নামে আহ্বান কর ৫৩৫
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত ৫৩৬
আল্লাহ্‌র বাণী : তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না ... ৫৩৬
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক ৫৩৭
আল্লাহ্‌র বাণী : মানুষের অধিপতি এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন... ৫৩৮
আল্লাহ্‌র বাণী : তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৫৩৯
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং তিনিই সে সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি ৫৪০
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা ৫৪১
আল্লাহ্‌র বাণী : আপনি বলে দিন তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী ৫৪২
অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী ৫৪৩
আল্লাহ্ তা'আলার একশত থেকে এক কম (নিরান্নব্বইটি) নাম রয়েছে ৫৪৩
আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া ৫৪৩
আল্লাহ্ তা'আলার মূল সত্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের বর্ণনা ৫৪৬
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন ৫৪৭
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল ৫৪৮
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও ৫৪৯
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা ৫৪৯
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি ৫৫০
নবী ﷺ -এর বাণী : আল্লাহ্ অপেক্ষা বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয় ৫৫৪
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কি? বল, আল্লাহ্ ৫৫৪
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : তখন তাঁর আরশ্ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আযীমের প্রতিপালক ৫৫৫
আল্লাহ্‌র বাণী : ফয়েশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় ৫৬০
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ৫৬২
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী ৫৭৬
আল্লাহ্‌র বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয় ... ৫৭৮
আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে, এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ ৫৭৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে ৫৭৯
মহান আল্লাহ্‌র বাণী : আমার বাণী কোন বিষয়ে ৫৮২
আল্লাহ্‌র বাণী : বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় ৫৮৪
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও চাওয়া ৫৮৪

banglainternet.com

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না ৫৯২
জিব্‌রাঈলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশ্‌তাদের প্রতি আল্লাহ্র আহ্বান ৫৯৪
মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তা তিনি জেনেশুনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশ্‌তারা এর সাক্ষী ... ৫৯৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায় ৫৯৬
কিয়ামতের দিনে নবী ও অপরাপরের সাথে মহান আল্লাহ্র কথাবার্তা ৬০৪
মহান আল্লাহ্র বাণী : এবং মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন ৬০৯
জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ ৬১৪
নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ করা এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহ্কে স্মরণ করা ৬১৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করো না ৬১৬
আল্লাহ্র বাণী : তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না ৬১৭
মহান আল্লাহ্র বাণী : তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত ৬১৮
আল্লাহ্র বাণী : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না ... ৬১৯
আল্লাহ্র বাণী : তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অন্তর্যামী ... ৬২০
নবী ﷺ -এর বাণী : এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন ৬২১
আল্লাহ্র বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর..... ... ... ৬২২
মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর ... ৬২৪
নবী ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন..... ... ... ৬২৬
মহান আল্লাহ্র বাণী : মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে ৬২৬
নবী (সা) কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা ৬২৭
তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ ৬২৯
নবী ﷺ -এর বাণী : কুরআন বিষয়ক পারদর্শী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত পূত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে ৬৩০
মহান আল্লাহ্র বাণী : কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর ... ৬৩২
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ৬৩৩
আল্লাহ্র বাণী : বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ ৬৩৪
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও ... ৬৩৫
গুনাহগার ও মুনাফিকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কিরাআত কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না ... ৬৩৮
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড ৬৪০

banglainternet.com

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

দোয়া অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

٢٦٧٩ بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৬৭৯ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র-এর ফযীলত

٥٩٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ -

৫৯৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র করে, আর যে ব্যক্তি যিক্‌র করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের।

٥٩٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ ، فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ ، تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ فَيَسْاَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِى ؟ قَالُوْا يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِى؟ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَاَوْنِى؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا ، قَالَ يَقُوْلُ فَمَا يَسْاَلُوْنَ ؟ قَالَ يَسْاَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَبِّ مَا رَاَوْهَا ، قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً ، قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ ، قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَوْهَا ، قَالَ

banglainternet.com

يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا ؟ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ فَيَقُوْلُ فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৫৯৬৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহ্‌র যিক্‌রে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চাইতে তিনিই বেশি জানেন) আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন ঃ হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও বেশি আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কি চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব। তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তবে তারা কি করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কি হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবিষ্টকারীবৃন্দ যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।

٢٦٨. بَابُ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

২৬৮০ অনুচ্ছেদ ঃ 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা

banglainternet.com

٥٩٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ اَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ

عَقَبَةٍ اَوْ قَالَ فِيْ ثَنِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلاَ عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ ، قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْيَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلٰى ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ-

৫৯৬৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র).... আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ একটি গিরিপথ দিয়ে অথবা বর্ণনাকারী বলেন, একটি চূড়া হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এর উপরে উঠে জোরে বলল, 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। আবূ মূসা বলেন ঃ তখন রাসূল ﷺ তাঁর খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আবূ মূসা, অথবা বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্। আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনাগারের একটি বাক্য বাতলে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, বাতলে দিন। তিনি বললেন ঃ তা হলো 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'।

٢٦٨١ بَابُ لِلّٰهِ مِائَةُ اِسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ

২৬৮১ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এক কম একশ' নাম রয়েছে

٥٩٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا لاَ يُحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ اَحْصَاهَا مِنْ حَفِظَهَا

৫৯৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে (এক কম একশ' নাম)। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বেজোড়। তাই তিনি বেজোড়ই পছন্দ করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'মান আহসাহা' অর্থ যে হিফাযত করল।

٢٦٨٢ بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

২৬৮২ অনুচ্ছেদ ঃ সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করা

٥٩٦٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللّٰهِ اِذْ جَاءَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْنَا اَلاَ تَجْلِسُ؟ قَالَ لاَ ، وَلٰكِنْ اَدْخُلُ فَاَخْرُجُ اِلَيْكُمْ صَاحِبُكُمْ وَاَلاَ جِئْتُ اَنَا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُخْبِرُ بِمَكَانِكُمْ وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْاَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّاٰمَةِ عَلَيْنَا-

banglainternet.com

৫৯৬৯ উমর ইব্‌ন হাফস (র)..... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর (ওয়ায শোনার) জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ইয়াযিদ ইব্‌ন মুয়াবিয়া (রা) এসে পড়লেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি বসবেন না? তিনি বললেন, না, বরং আমি ভেতরে প্রবেশ করব এবং আপনাদের কাছে আপনাদের সঙ্গীকে নিয়ে আসব। নতুবা আমি ফিরে এসে বসব। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে উপস্থিতির কথা অবহিত ছিলাম। কিন্তু আপনাদের নিকট বেরিয়ে আসতে আমাকে বাধা দিচ্ছিল এ কথাটা যে, নবী ﷺ ওয়ায নসীহত করতে আমাদের অবকাশ দিতেন, যাতে আমাদের বিরক্তির কারণ না হয়।

banglainternet.com

كِتَابُ الرِّقَاقِ

কোমল হওয়া অধ্যায়

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرِّقَاقِ

কোমল হওয়া অধ্যায়

٢٦٨٣ بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لاَعَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الاٰخِرَةِ

২৬৮৩ অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন

٥٩٧٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ ابْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ قَالَ الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৫৯৭০ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'টি নিয়ামত এমন আছে, যে দু'টোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হলো, সুস্থতা আর অবসর। আব্বাস আম্বরী (র).... সাঈদ ইব্ন আবূ হিন্দ (র) থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَ-

৫৯৭১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আয় আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার আর মুহাজিরদের কল্যাণ দান করুন।

٥٩٧٢ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَبِصُرَبِنَا ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ ، فَاغْفِرْ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

banglainternet.com

৫৯৭২ আহমাদ ইবন মিক্দাম (র).... সাহ্ল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি খনন করছিলেন এবং আমরা মাটি সরাচ্ছিলাম। তিনি আমাদের দেখছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ আয় আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে মাফ করে দিন।

٢٦٨١ بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ اِلٰى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

২৬৮৪ অনুচ্ছেদ ঃ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক..... ছলনাময় ভোগ (৫৭ ঃ ২০)

٥٩٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَلَغَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

৫৯৭৩ আবদুল্লাহ্ ইবন মাস্লামা (র)..... সাহ্ল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, জান্নাতের মধ্যে একটা চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহ্র রাস্তায় সকালের এক মুহূর্ত অথবা বিকালের এক মুহূর্ত দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম।

٢٦٨٥ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ

২৬৮৫ অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ দুনিয়াতে তুমি একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক

٥٩٧٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو الْمُنْذِرِ الطُّفَاوِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ : اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ ، وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

৫৯৭৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন ঃ তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মত থাক। আর ইবন উমর (রা) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।

banglainternet.com

٢٦٨٦ بَابُ فِي الْاَمَلِ وَطُوْلِهِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ . ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ . وَقَالَ عَلِيٌّ اِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً ، وَاِرْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ ، فَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَاِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ ، بِمُزَحْزِحِهِ بِمُبَاعِدِهِ

২৬৮৬ অনুচ্ছেদ ঃ আশা এবং এর দৈর্ঘ্য। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সফল হলো আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (৩ ঃ ১৮) এদের ছেড়ে দাও— খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা এদের মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই তারা বুঝবে। (১৫ ঃ ৩) আলী (রা) বলেন, এ দুনিয়া পেছনের দিকে যাচ্ছে, আর আখিরাত এগিয়ে আসছে। এ দু'টির প্রত্যেকটির রয়েছে সন্তানাদি। সুতরাং তোমরা আখিরাতে আসক্ত হও। দুনিয়ার আসক্ত হয়ো না। কারণ, আজ আমলের সময়, হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব, আমল নেই

٥٩٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا اِلٰى هٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِي الْوَسْطِ ، فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ ، وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِهِ ، وَهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهُ ، وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَاِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا ، نَهَشَهُ هٰذَا ، وَاِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا ، نَهَشَهُ هٰذَا-

৫৯৭৫ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যা ভুজ অতিক্রম করে গেল। তারপর দু'পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে অতিক্রান্ত রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বিপত্তি। যদি সে এর একটা এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে দংশন করে। আর অন্যটাও যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে।

٥٩٧٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوْطًا ، فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا اَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ-

banglainternet.com

৫৯৭৬ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার নবী ﷺ কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আশা আর এটা তার আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) এসে যায়।

٢٦٨٧ بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللّٰهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ لِقَوْلِهِ : أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

২৬৮৭ অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌঁছে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তার বয়সের ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত, অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল..... (৩৫ ঃ ৩৭)

٥٩٧٧ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْذَرَ اللّٰهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً تَابَعَهُ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ–

৫৯৭৭ আবদুস সালাম ইব্‌ন মুতাহ্হার (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌঁছিয়েছেন তার ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি।

٥٩٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ . قَالَ اللَّيْثُ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ–

৫৯৭৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। এর একটি হল দুনিয়ার মহব্বত, আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। লায়ছ (র) ...... সাঈদ ও আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ ، وَطُولُ الْعُمُرِ ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ–

banglainternet.com

৫৯৭৯ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (রা) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আদম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সাথে দু'টি জিনিসও বৃদ্ধি পায়; ধন-সম্পদের মহব্বত ও দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা।

٢٦٨٨ بَابُ الْعَمَلِ الَّذِيْ يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ ، فِيْهِ سَعْدٌ

২৬৮৮ অনুচ্ছেদ ঃ যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাওয়া হয়। এ বিষয়ে সা'দ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস আছে

٥٩٨٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ مَحْمُوْدٌ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِيْ دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِيْ سَالِمٍ قَالَ غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৫৯৮০ মুয়ায ইব্ন আসাদ (র).... মাহমুদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা তাঁর স্মরণ আছে। আর তিনি বলেন, তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও তার স্মরণ আছে। তিনি বলেন, ইতবান ইব্ন মালিক আনসারীকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকালে আমার এখানে এলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

٥٩٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ اَحْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةُ-

৫৯৮১ কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার কোন প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নেই।

٢٦٨٩ بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيْهَا

২৬৮৯ অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা

banglainternet.com

٥٩٨٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاْتِيْ بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيَّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِهِ فَوَافَتْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰهُمْ وَقَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ وَاَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ ، وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا ، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَلْهَتْهُمْ-

৫৯৮২ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আমর ইব্‌ন আওফ (রা), তিনি বনী আমর ইব্‌ন লুওয়াই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্‌কে জিযিয়া আদায় করার জন্য বাহ্‌রাইন পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহ্‌রাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের উপর আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আসেন, আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে শরীক হন। সালাত শেষে তাঁরা তাঁর সামনে এলেন। তিনি তাঁদের দেখে হেসে বললেন ঃ আমি মনে করি তোমরা আবূ উবায়দা (রা)-এর আগমনের এবং তিনি যে মাল নিয়ে এসেছেন সে সংবাদ শুনেছ। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমরা আশা রেখো, যা তোমাদের খুশী করবে। তবে, আল্লাহ্‌র কসম। আমি তোমাদের উপর দরিদ্রতার আশংকা করছি না বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপরও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আর তোমরা যা নয় তা তোমাদের আখিরাত বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদের জন্য বিমুখ করেছিল।

٥٩٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ اِنِّيْ فَرَطُكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ ، وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِيْ الْاٰنَ ، وَاِنِّيْ قَدْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا-

banglainternet.com

৫৯৮৩ কুতায়বা (র)..... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন এবং উহুদের শহীদানের উপর সালাত আদায় করলেন, যেমন তিনি মুর্দার উপর সালাত আদায় করে থাকেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ আমি তোমাদের অগ্রণী। আমি তোমাদের সাক্ষী হব। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার 'হাওয'কে এখন দেখছি। আমাকে তো যমীনের ধনাগারের চাবিসমূহ অথবা যমীনের চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের উপর এ আশংকা করছি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে, তবে আমি আশংকা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদে আসক্ত হয়ে যাবে।

٥٩٨٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَكْثَرَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ قِيْلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْاَرْضِ ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَاْتِيْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِيْنِهِ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِيْنَ طَلَعَ ذٰلِكَ قَالَ لَا يَاْتِيْ الْخَيْرُ اِلَّا بِالْخَيْرِ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَاِنَّ كُلَّ مَا اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلَّا اٰكِلَةَ الْخَضِرَةِ تَاْكُلُ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَاَكَلَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِيْ حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ-

৫৯৮৪ ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দেবেন, আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, যমীনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার জাঁকজমক। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বললেন, ভাল কি মন্দ নিয়ে আসবে? তখন নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, যদ্দরুন আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ভাল একমাত্র ভালকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধনদৌলত সবুজ শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্যি বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, তবে প্রাণী পেট ভরে খেয়ে সূর্যমুখী হয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং পুনঃ খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদৌলত তদ্রূপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে আর পরিতৃপ্ত হয় না।

banglainternet.com

٥٩٨٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ-

৫৯৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যমানার লোকেরা। তারপর এদের পরবর্তী যমানার লোকেরা। ইমরান (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই— তারপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের আমানতদার মনে করা হবে না। তারা মানত মানবে তা পূরণ করবে না। তাদের দৈহিক হৃষ্টপুষ্টতা প্রকাশিত হবে।

٥٩٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ-

৫৯৮৬ আবদান (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ শ্রেষ্ঠ হল আমার যমানার লোক। তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের কসমের পূর্বেই হবে, আর তাদের কসম তাদের সাক্ষ্যের পূর্বেই হবে।

٦٩٨٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَدْ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَالاً نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ-

৫৯৮৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র).....কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব (রা) সাতবার তার পেটে উত্তপ্ত লোহার দাগ নেওয়ার পর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবার অনেকেই (দুনিয়ার মোহে পতিত না হয়েই) চলে গিয়েছেন। অথচ দুনিয়া তাঁদের আখিরাতের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। আর আমরা দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যার জন্য মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না।

banglainternet.com

٥٩٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِىْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَاِنَّا اَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلَّا التُّرَابَ-

৫৯৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র).....কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খাব্বাব (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটা দেয়াল তৈরি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমাদের যে সাথীরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, দুনিয়া তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আর আমরা তাদের পর দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যেগুলোর জন্য আমরা মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না।

٥٩٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৫৯৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র).....খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হিজরত করেছিলাম।

٢٦٩٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلٰى قَوْلِهِ مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ السَّعِيْرِ جَمْعُهُ سُعُرٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْغَرُوْرُ الشَّيْطَانُ

২৬৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে.....যেন জাহান্নামী হয় পর্যন্ত (৩৫ ঃ ৫-৬)।' ইমাম বুখারী বলেন, السعير -এর বহুবচন سُعُرٌ আর মুজাহিদ বলেন, اَلْغَرُوْرُ -এর মানে শয়তান।

٥٩٩٠ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْقُرَشِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ابْنَ اَبَانَ اَخْبَرَهُ قَالَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهُوْرٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ . ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْمَجْلِسِ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هٰذَا الْوُضُوْءِ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَغْتَرُّوْا قَالَ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ هُوَ حُمْرَانُ بْنُ اَبَانٍ-

৫৯৯০ সা'দ ইব্‌ন হাফস (র).....ইব্‌ন আবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর কাছে অযূর পানি নিয়ে এলাম। তখন তিনি মাকায়িদ-এ বসা ছিলেন। তিনি উত্তমরূপে অযূ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ -কে এ স্থানেই দেখেছি, তিনি উত্তমরূপে অযূ করলেন, এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ অযূর মতো অযূ করবে, তারপর মসজিদে এসে দু'রাকাআত সালাত আদায়

banglainternet.com

করে সেখানে বসবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, নবী ﷺ আরও বলেন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হুমরান ইবন আবান।

٢٦٩١ بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِيْنَ

২৬৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নেক্‌কার লোকদের বিদায় গ্রহণ

٥٩٩١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً -

৫৯৯১ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাম্মাদ (র)..... মিরদাস আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ নেক্‌কার লোকেরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবেন। আর থেকে যাবে নিকৃষ্টরা—যব অথবা খেজুরের মত লোকজন। আল্লাহ্ তা'আলা এদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না।

٢٦٩٢ بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ

২৬৯২. অনুচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা (৮ ঃ ২৮)

٥٩٩٢ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ ، وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ-

৫৯৯২ ইয়াহ্ইয়া ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম, রেশমী চাদর (শাল), পশমী কাপড়ের (চাদর) গোলামরা ধ্বংস হোক। যাদের এসব দেয়া হলে সন্তুষ্ট থাকে আর দেয়া না হলে অসন্তুষ্ট হয়।

٥٩٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلاَ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ-

৫৯৯৩ আবূ আসিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের দু'টি উপত্যকাপূর্ণ ধনসম্পদ থাকে তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ছাড়া লোভী আদম সন্তানের পেট ভরবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করবেন।

banglainternet.com

٥٩٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مُخْلَدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَا لَا حَبَّ اَنَّ لَهُ اِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا اَدْرِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ اَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ-

৫৯৯৪ মুহাম্মদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ বনী আদমের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধনসম্পদ থাকে, তা'হলে সে আরও ধন অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। বনী আদমের লোভী চোখ মাটি ছাড়া আর কিছুই তৃপ্ত করতে পারবে না। তবে যে তওবা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করবেন। ইব্ন আব্বাস বলেন, সুতরাং আমি জানি না—এটি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত কিনা। তিনি বলেন, আমি ইব্নুয্ যুবায়রকে বলতে শুনেছি—এটি মিম্বরের উপরের (বর্ণনা)।

٥٩٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ مَكَّةَ فِىْ خُطْبَتِهِ يَقُوْلُ : يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ ابْنَ اٰدَمَ اُعْطِىَ وَادِيًا مُلِىَ مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ اُعْطِىَ ثَانِيًا اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ-

৫৯৯৫ আবূ নুয়াইম (র).....আব্বাস ইব্ন সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইব্নুয্ যুবায়র (রা)-কে মক্কায় মিম্বারের উপর তার খুত্বার মধ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলছেন ঃ হে লোকেরা! নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন যে, যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা মাল দেয়া হয়, তথাপিও সে এ রকম দ্বিতীয়টার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকবে। আর তাকে এরকম দ্বিতীয়টা যদি দেয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয় আরও একটার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। মানুষের পেট মাটি ছাড়া কিছুই ভরতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবূল করেন।

٥٩٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ الْكَعْبِ قَالَ كُنَّا نَرٰى هٰذَا مِنَ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى نَزَلَتْ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ-

banglainternet.com

৫৯৯৬ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি আদম সন্তানের স্বর্ণপরিপূর্ণ একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু'টি উপত্যকার কামনা করবে। তার মুখ একমাত্র মাটি ছাড়া অন্য কিছুই ভরতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবূল করেন। অন্য এক সূত্রে আনাস (রা) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের ধারণা ছিল যে, সম্ভবত এ কুরআনেরই আয়াত। অবশেষে (সূরায়ে তাকাসুর) নাযিল হলো।

٢٦٩٣ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ اِلٰى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ، قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ اِلَّا اَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اَنْ اُنْفِقَهُ فِيْ حَقِّهِ-

২৬৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ এই সম্পদ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মানুষের জন্য (দুনিয়াতে) মনোহর করে দেওয়া হয়েছে কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলোর মায়া-মহব্বতকে অর্থাৎ নারীকুল ও সন্তান-সন্ততি ..... এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। (৩ ঃ ১৪) উমর (রা) বলেন, ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য যেসব জিনিস চিত্তাকর্ষক করে দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষম। ইয়া আল্লাহ্! অবশ্যই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমি এগুলোকে যথাযথ খরচ করতে পারি

٥٩٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ، ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ هٰذَا الْمَالُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِيْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ ، وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى-

৫৯৯৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে মাল চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবারও চাইলাম। তিনি দিলেন। এরপর বললেন ঃ এই ধন-সম্পদ সুফয়ানের বর্ণনামতে নবী ﷺ বললেন ঃ হে হাকীম! অবশ্যই এই মাল শ্যামল-সবুজ ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে, তার জন্য এটাকে বরকতময় করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তা লোভ সহকারে নেবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। বরং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায়, কিন্তু পেট ভরে না। আর (জেনে রেখো) উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত থেকে শ্রেষ্ঠ

banglainternet.com

٢٦٩٤ بَابُ مَا قُدِّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

২৬৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে

٥٩٩٨ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ ، قَالَ فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اَخَّرَ-

৫৯৯৮ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ লোকদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সবাই তার নিজের সম্পদকে সবচাইতে বেশি প্রিয় মনে করি। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর পিছনে যা ছেড়ে যাবে তা ওয়ারিছের মাল।

٢٦٩٥ بَابُ الْمُكْثِرُوْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا اِلٰى قَوْلِهِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

২৬৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাধিকারী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে .... এবং তারা যা করে থাকে (১১ ঃ ১৫-১৬)

٥٩٩٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِىْ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِىَ مَعَهُ اَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اَمْشِىْ فِىْ ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَاٰنِىْ ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ اَبُوْ ذَرٍّ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِىْ اِجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَاَجْلَسَنِىْ فِىْ قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِىْ اِجْلِسْ هَاهُنَا حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَيْكَ ، قَالَ فَانْطَلَقَ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى لاَ اَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّىْ فَاَطَالَ اللَّبْثَ ، ثُمَّ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ سَرَقَ ، وَاِنْ زَنٰى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِىْ جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَرْجِعُ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ عَرَضَ لِىْ فِىْ جَانِبِ الْحَرَّةِ، قَالَ بَشِّرْ اُمَّتَكَ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا

banglainternet.com

جِبْرِيْلُ وَاِنْ سَرَقَ ، وَاِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَاِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ . قَالَ النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ وَالْاَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهٰذَا وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ نَحْوَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَحَدِيْثُ اَبِى صَالِحٍ عَنِ اَبِى الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لَايَصِحُّ اِنَّمَا اَوْرَدْنَاهُ لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَضْرِبُوْا عَلٰى حَدِيْثِ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قُلْتُ لِاَبِى عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مُرْسَلٌ اَيْضًا لَا يَصِحُّ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا تَابَ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ-

৫৯৯৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি একবার বের হলাম। তখন নবী ﷺ -কে একাকী চলতে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে কোন লোক ছিল না। আমি মনে করলাম, তাঁর সঙ্গে কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপসন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়াতে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি আবূ যার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন ঃ ওহে আবূ যার, এসো। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। তারপর তিনি বললেন ঃ প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন এবং তারা সম্পদকে তা ডানে, বামে, আগে ও পেছনে ব্যয় করে। আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যতীত)। তারপর আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি এখানে বসে থাক। (এ কথা বলে) তিনি আমাকে চতুর্দিকে প্রস্তরঘেরা একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই বসে থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন। এমন কি তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেন। এবং বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ফিরে আসার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যিনা করে। তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। আপনি এই প্রস্তর প্রান্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি এই কংকরময় প্রান্তরে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মাতদের সুসংবাদ দেবেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে জিবরাঈল! যদিও সে চুরি করে, আর যদিও সে যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললামঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার আমি বললাম ঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি সে শরাবও পান করে। নযর (র) .... আবূদ্দারদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূদ্দারদা থেকে আবূ সালিহের বর্ণনা মুরসাল, যা সহীহ নয়। আমরা পরিচয়ের জন্য

banglainternet.com

এনেছি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তবে এ সুসংবাদ এ অবস্থায় দেওয়া হয়েছে, যদি সে তওবা করে আর মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।

٢٦٩٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ أُحُدًا ذَهَبًا

২৬৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ আমার জন্য উহুদ সোনা হোক; আমি তা কামনা করি না

٦٠٠٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا يُمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِي عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشٰى ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِيْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتّٰى آتِيَكَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتّٰى تَوَارٰى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي لَا تَبْرَحْ حَتّٰى آتِيَكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتّٰى أَتَانِي ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ-

৬০০০ আল হাসন ইব্নুর রাবী' (র)..... যায়দ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রা) বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার কংকরময় প্রান্তরে হেঁটে চলছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ আমাদের সামনে এল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! আমি বললাম, লাব্বাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ আমার নিকট এ উহুদ পরিমাণ সোনা হোক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যতীত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি আমি তা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছনের দিকে বিতরণ করে দেই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন ঃ জেনে রেখো, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যারা এভাবে, এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পেছনে ব্যয় করবে, তারা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু এরকম লোক অতি অল্পই। তারপর আমাকে বললেন ঃ তুমি এখানে থাক, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করো। অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন। এমনকি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি একটা উচ্চ শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, সম্ভবত তিনি কোন শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছেই যেতে

banglainternet.com

চাইলাম। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হলো যে, তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর কোথাও যেয়ো না। তাই আমি সেদিকে আর গেলাম না। ইতোমধ্যে তিনি ফিরে এলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একটা শব্দ শুনে তো শংকিত হয়ে পড়ছিলাম। বাকী ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি শব্দ শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল (আ)। তিনি আমার কাছে এসে বললেন ঃ আপনার উম্মাতের কেউ যদি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে। তিনি বললেন ঃ যদিও সে যিনা করে এবং যদিও চুরি করে।

٦٠٠١ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ اَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَى ثَلاَثٌ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلاَّ شَيْئًا اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ-

৬০০১ আহমাদ ইব্ন শাবীব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমার জন্য উহুদের সমতুল্য স্বর্ণ যদি হয় আর এর কিয়দংশও তিনদিন অতীত হওয়ার পর আমার কাছে থাকবে না— তাতেই আমি সুখী হবো। তবে যদি ঋণ পরিশোধের জন্য হয় (তা ব্যতিক্রম)

٢٦٩٧ بَابُ اَلْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ، وَقَوْلُهُ : اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّ مَانُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَّبَنِيْنَ ، اِلَى قَوْلِهِ عَامِلُوْنَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَمْ يَعْمَلُوْهَا لاَ بُدَّ مِنْ اَنْ يَعْمَلُوْهَا-

২৬৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারা কি ধারণা করছে যে, আমি তাদেরকে যেসব ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করছি .... করে যাচ্ছে, পর্যন্ত

٦٠٠٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ-

৬০০২ আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ বৈষয়িক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয় বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য।

٢٦٩٨ بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ

২৬৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্রতার ফযীলত

banglainternet.com

٦٠٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا

رَأَيْكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأَيْكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ ، هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَايُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَايُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا-

৬০০৩ ইসমাঈল (র)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশ দিয়ে গেলেন তখন তিনি তার কাছে বসা একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি তো একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহ্র কসম! তিনি এমন মর্যাদাবান যে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য। আর কারো জন্য সুপারিশ করলে তা গ্রহণযোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি তো এক গরীব মুসলমান। এ এমন ব্যক্তি যে, যদি সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সে যদি কারো সুপারিশ করে, তবে তা কবূলও হবে না। এবং যদি সে কোন কথা বলে, তবে তা শোনার যোগ্য হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ দুনিয়া ভরা আগের ব্যক্তি থেকে এ ব্যক্তি উত্তম।

٦٠٠٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا-

৬০০৪ আল হুমায়দী (র)..... আবূ ওয়াইল (র) বর্ণনা করেন। একবার আমরা খাব্বাব (রা)-এর সুশ্রূষায় উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ -এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করেছি; যার সাওয়াব আল্লাহ্র কাছেই আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ সাওয়াব দুনিয়াতে লাভ করার আগেই বিদায় নিয়েছেন। তন্মধ্যে মুস্আব ইবন উমায়র (রা), তিনি তো উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি শুধু একখানা চাদর রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়তো। নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর কিছু 'ইয্খির' ঘাস বিছিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমনও রয়েছেন, যাঁদের ফল পাকছে এবং তারা তা সরবরাহ করছেন।

banglainternet.com

٦٠٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-

৬০০৫ আবুল ওয়ালীদ (র)....... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জান্নাতবাসী গরীব এবং আমি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জাহান্নামী স্ত্রীলোক।

٦٠٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ-

৬০০৬ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমৃত্যু টেবিলের উপর খাবার খাননি আর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত মসৃণ রুটি খেতে পাননি।

٦٠٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ-

৬০০৭ আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করলেন যে, তখন কোন প্রাণী খেতে পারে আমার তাকের উপর এমন কিছু ছিল না। তবে আমার তাকে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে (পরিমাপ না করে) বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। একদা মেপে নিলাম, ফলে তা শেষ হয়ে যায়।

٢٦٩٩ بَابٌ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

২৬৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনযাপন কিরূপ ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন

٦٠٠٨ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ اللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ

banglainternet.com

كِتَابِ اللّٰهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ الْحَقْ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ . فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ قَالُوْا أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةٌ قَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي . قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُوْنَ عَلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَنِي ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ بُدٌّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوْا . فَاسْتَأْذَنُوْا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ . قَالَ يَا أَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ . وَالْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى . ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ يَاأَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ . فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ . فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ . فَمَا زَالَ يَقُوْلُ اشْرَبْ . حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ . مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ۔

৬০০৮ আবূ নুয়াইম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আমি ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটকে মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোন সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে নবী ﷺ ও সাহাবীগণের বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবূ বকর (রা) যেতে লাগলে আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাহলে আমাকে পরিতৃপ্ত করে কিছু খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছু করলেন না। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে

banglainternet.com

কুরআনের একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। এ সময়ও আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোন ব্যবস্থা করলেন না। তার পরক্ষণে আবুল কাসিম ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণে কি অস্থিরতা বিরাজমান এবং আমার চেহারার অবস্থা থেকে তিনি তা আঁচ করতে পারলেন। তারপর বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ তুমি আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে ঢুকবার অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে ঢুকবার অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালার মধ্যে কিছু পরিমাণ দুধ পেলেন। তিনি বললেন ঃ এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ অথবা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তুমি সুফ্ফাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সুফ্ফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাদের কোন পরিবার ছিল না এবং তাদের কোন সম্পদ ছিল না এবং তাদের কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ারও সুযোগ ছিল না। যখন কোন সাদাকা আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং এর থেকে নিজেও কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। এ আদেশ শুনে আমার মনে কিছুটা হতাশা এলো। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফ্ফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমি শরীরে কিছুটা শক্তি পেতাম। এরপর যখন তাঁরা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমিই যেন তা তাঁদেরকে দেই, আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও আর তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন কি আমি এরূপে দিতে দিতে নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হয়েছিলেন। তারপর নবী ﷺ পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। আর বললেন ঃ হে আবূ হির! আমি বললাম, আমি হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ এখন তো আমি আর তুমি আছি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঠিক বলছেন। তিনি বললেন, এখন তুমি বসে পান কর। তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি বারবার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমন কি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম। (আমার পেটে) আর পান করার মত জায়গা আমি পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে বাকীটা পান করলেন।

banglainternet.com

٦٠٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَاَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ

اِلاَّ وَرَقَ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرُ وَاِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِىْ عَلَى الْاِسْلاَمِ خِبْتُ اِذَنْ وَضَلَّ سَعِى -

৬০০৯ মুসাদ্দাদ (র)..... কায়স (র) বর্ণনা করেন, আমি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র পথে যে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যুদ্ধকালীন নিজেদেরকে যে দুবলাহ গাছের পাতা ও বাবলা ছাড়া খাবারের কিছুই ছিল না, অবস্থায় দেখেছি। কেউ কেউ বকরীর পায়খানার ন্যায় পায়খানা করতেন। যা ছিল সম্পূর্ণ শুকনো। অথচ এখন আবার বনূ আসাদ (গোত্র) এসে ইসলামের উপর চলার জন্য আমাকে তিরস্কার করছে। এখন আমি যেন শংকিত আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

٦٠١٠ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ -

৬০১০ উসমান (র) ..... আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে লাগাতার তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি।

٦٠١١ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ هُوَ الْاَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاَكَلَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَكْلَتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ اِلاَّ اِحْدٰاهُمَا تَمْرٌ -

৬০১১ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার একদিনে যখনই দুবেলা খানা খেয়েছেন একবেলা শুধু খুরমা খেয়েছেন।

٦٠١٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيْفٍ -

৬০১২ আহমাদ ইব্ন আবূ রাজা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিছানা চামড়ার তৈরি ছিল এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের আঁশ।

٦٠١٣ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَاْتِىْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ فَقَالَ كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلاَ رَاٰى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ -

banglainternet.com

৬০১৩ হুদবা ইব্ন খালিদ (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে এমন অবস্থায় যেতাম যে, তাঁর বাবুর্চি (মেহমান আপ্যায়নের জন্য) দণ্ডায়মান। আনাস (রা)

বলতেন, আপনারা খান। আমি জানি না যে, নবী ﷺ ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত একটা চাপাতি রুটিও চোখে দেখেছেন। আর তিনি কখনও একটি ভুনা ছাগল নিজ চোখে দেখেননি।

٦٠١٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَاْتِيْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا اِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنْ نُؤْتٰى بِاللُّحَيْمِ -

৬০১৪ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস অতিবাহিত হয়ে যেত আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার জন্য) আগুন প্রজ্বলিত করতাম না। তখন একমাত্র খুরমা আর পানি চলত। অবশ্য তবে যদি যৎসামান্য গোশ্‌ত আমাদের নিকট এসে যেত।

٦٠١٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِيْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ؟ قَالَتْ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَسْقِيْنَاهُ -

৬০১৫ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ আল ওয়াইসী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উরওয়া (রা)-কে বললেন, বোন পুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের গৃহগুলোতে (রান্নার জন্য) আগুন জ্বালানো হতো না। আমি বললাম, আপনাদের জীবন ধারণের কি ছিল? তিনি বললেন, কালো দু'টি জিনিস। খেজুর আর পানি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতিবেশী কয়েকজন আনসার সাহাবীর অনেকগুলো দুগ্ধবতী প্রাণী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা দিত। তখন আমরা তা পান করে নিতাম।

٦٠١٦ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا -

৬০১৬ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।

٢٧٠٠ بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

২৭০০. অনুচ্ছেদ ঃ আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং নিয়মিত করা

٦٠١٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ فَاَيُّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ -

banglainternet.com

৬০১৭ আবদান (র)..... মাসরূক (র) বর্ণনা করেন। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কাছে কি রকম আমল সবচাইতে প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতে কোন্ সময় উঠতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।

٦٠١٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ -

৬০১৮ কুতায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আমল আমলকারী নিয়মিত করে, সে আমল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিল।

٦٠١٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يُنْجِيَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ . سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا -

৬০১৯ আদাম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের আমল নাজাত দেবে না। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকেও না? তিনি বললেন ঃ আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তোমরা যথারীতি আমল কর, ঘনিষ্ঠ হও। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্র কাজ কর। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। আঁকড়ে ধর মধ্যমপন্থাকে, অবশ্যই সফলকাম হবে।

٦٠٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا اَنْ لَنْ يُدْخِلَ اَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَاَنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا اِلَى اللّٰهِ وَاِنْ قَلَّ-

৬০২০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঠিকভাবে ও মধ্যম পন্থায় নেক আমল করতে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের কাউকে তার আমল বেহেশ্তে নেবে না এবং আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়। তা অল্পই হোক না কেন।

٦٠٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ وَقَالَ اكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ-

banglainternet.com

৬০২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র) .... আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল কি? তিনি বললেন ঃ যে আমল নিয়মিত করা হয়। যদিও তা অল্প হোক। তিনি আরও বললেন, তোমরা সাধ্যমত আমল করে যাও।

٦٠٢٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْاَيَّامِ قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَطِيْعُ -

৬০২২ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আলকামা (র) বর্ণনা করেন। আমি মুসলিম-জননী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! নবী ﷺ -এর আমল কি রকম ছিল? তিনি কি কোন আমলের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন, না। তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। নবী ﷺ যেমন সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তোমাদের কেউ কি সে সক্ষমতার অধিকারী?

٦٠٢٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا فَاِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ اَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللّٰهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ قَالَ اَظُنُّهُ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ سَدِّدُوْا وَاَبْشِرُوْا وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَدِيْدًا سَدَادٌ صِدْقًا -

৬০২৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ .... আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা ঠিক ঠিকভাবে মধ্যম পন্থায় আমল করতে থাক। আর সুসংবাদ নাও। কিন্তু (জেনে রেখো) কারো আমল তাকে জান্নাতে নেবে না। তাঁরা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি বললেন ঃ আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাগফিরাত ও রহমতে ঢেকে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এটিকে আমি ধারণা করছি আবূ নাযর.... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আফফান (র)....আয়েশা (রা)....নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা সঠিকভাবে আমল কর আর সুসংবাদ নাও। মুজাহিদ বলেছেন, سداد يزيز অর্থ সত্য।

٦٠٢٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى لَنَا يَوْمًا الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَاَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ اُرِيْتُ الْاٰنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاَةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِىْ قِبَلِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَرَّتَيْنِ -

banglainternet.com

৬০২৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল মুনযির (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর মিম্বরে উঠে মসজিদের কিবলার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ যখন আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম, তখন এ প্রাচীরের সম্মুখে আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হলো। আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ আর কোন দিন দেখিনি। এ শেষ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

٢٧٠١ بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ اَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

২৭০১. অনুচ্ছেদ ঃ ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা। সুফিয়ান (র) বলেন, কুরআনের মধ্যে আমার কাছে এই আয়াত থেকে কঠিন আর কিছুই নেই। তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন) তোমরা তা বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিত্তের উপর নেই

٦٠٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَاَرْسَلَ فِيْ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ يَيْاَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يَاْمَنْ مِنَ النَّارِ -

৬০২৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। আল্লাহ্ তা'আলা রহমত সৃষ্টির দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিরানব্বইটি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন এবং একটি রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি কাফির আল্লাহ্‌র কাছে সুরক্ষিত রহমত সম্পর্কে জানে তাহলে সে জান্নাত লাভ থেকে নিরাশ হবে না। আর মু'মিন যদি আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তি সম্পর্কে জানে তা হলে সে জাহান্নাম থেকে বে-পরওয়া হবে না।

٢٧٠٢ بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ ، اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ-

banglainternet.com

২৭০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে সবর করা। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে। উমর (রা) বলেন, আমরা শ্রেষ্ঠ জীবন লাভ করেছিলাম একমাত্র ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমেই

٦٠٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَسْاَلْهُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلاَّ اَعْطَاهُ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ لاَ اَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ وَاَنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ-

৬০২৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন। একবার আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক নবী ﷺ -এর কাছে সাহায্য চাইলেন। তাদের যে যা চাইলেন, তিনি তা-ই দিলেন, এমন কি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল তা শেষ হয়ে গেল। যখন তাঁর দু'হাত দিয়ে দান করার পর সবকিছু শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ আমার কাছে যা কিছু মালামাল থাকে, তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্য যে নিজেকে মুখাপেক্ষিতামুক্ত রাখতে চায়, আল্লাহ্ তাকে তাই রাখেন; আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে তিনি তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে ব্যক্তি পরনির্ভর হতে চায় না, আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। সবর অপেক্ষা বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কস্মিনকালেও তোমাদেরকে দান করা হবে না।

٦٠٢٧ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ حَتّٰى تَرِمَ اَوْتَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-

৬০২৭ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... যিয়াদ ইব্ন ইলাকাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত সালাত আদায় করতেন, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন ঃ আমি কি অত্যধিক কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

٢٧٠٣ بَابُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُثَيْمٍ مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ

২৭০৩. অনুচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট

٦٠٢٨ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

banglainternet.com

৬০২৮ ইসহাক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয় না, কুযাত্রা মানে না এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

٢٧.٤ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيْلَ وَقَالَ

২৭০৪. অনুচ্ছেদ ঃ অনর্থক কথাবার্তা অপছন্দনীয়

٩.٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيْرَةُ وَفُلاَنٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ اَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ ابْنِ شُعْبَةَ اِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوْقِ الْاُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَعَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০২৯ আলী ইব্ন মুসলিম (র) ..... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-এর কাতিব্ ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-কে লিখলেন যে, আপনি আমার কাছে একটা হাদীস লিখে পাঠান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ-কে সালাত থেকে ফিরার সময় বলতে শুনেছি। لااله الا الله.....وهو على كل شيء قدير (অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং হাম্দ তাঁরই। তিনি সবার উপর শক্তিমান। আর তিনি নিষেধ করতেন অনর্থক কথাবার্তা, অধিক সাওয়াল, মালের অপচয়, উচিত বস্তুকে দেওয়া, অনুচিতকে চাওয়া, মাতাপিতার অবাধ্যতা এবং কন্যাদেরকে জীবিত কবরস্থ করা থেকে। হুশায়ম (র).....আব্দুল মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াররাদ (রা)-কে আল মুগীরা.... নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢٧.٥ بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلِهِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

banglainternet.com

২৭০৫. অনুচ্ছেদ ঃ যবান সাবধান রাখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে

٦٠٣٠ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ وَقَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍ سَمِعَ اَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ-

৬০৩০ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাক্র আল মুকাদ্দামী (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফাযত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

٦٠٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ-

৬০৩১ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নয়তো নীরব থাকে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।

٦٠٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِ قَالَ سَمِعَ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الضِيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قِيْلَ وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ -

৬০৩২ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবূ শুরাইহ্ আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'কান নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে, মেহমানদারী তিন দিন, সৌজন্যসহ। জিজ্ঞাসা করা হলো, সৌজন্য কি? তিনি বললেন ঃ এক দিন ও এক রাত (বিশেষ আতিথেয়তা)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

٦٠٣٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسٰى بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِىِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ -

banglainternet.com

৬০৩৩ ইবরাহীম ইব্‌ন হামযা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না, অথচ এ কথার কারণে সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিক-এর দূরত্বের চাইতে অধিক।

٦٠٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ-

৬০৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কোন কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ্ তার মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কোন কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে-কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।

٢٧.٦ بَابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

২৭০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কাঁদা

٦٠٣٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

৬০৩৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ তা'আলা ছায়া দেবেন। এক জাতীয় ব্যক্তি হবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত করল।

٢٧.٧ بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللّٰهِ

২৭০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র ভয়

٦٠٣٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيْءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لاَهْلِهِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَخُذُوْنِيْ فَذَرُّوْنِيْ فِي الْبَحْرِ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوْا بِهِ فَجَمَعَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِيْ اِلاَّ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ-

banglainternet.com

৬০৩৬ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি ছিল, যে তার আমল সম্পর্কে তুচ্ছ ধারণা পোষণ করত। সে তার পরিবারের

লোকদেরকে বলল, যখন আমি মারা যাবো, তখন তোমরা আমাকে নিয়ে (জ্বালিয়ে দিবে) অতঃপর প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। তার পরিবারের লোকেরা সে অনুযায়ী কাজ করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই ভস্ম একত্রিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যা করলে, তা কেন করলে? সে বললো, একমাত্র আপনার ভীতিই আমাকে এটিতে বাধ্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٠٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيْمَنْ كَانَ سَلَفَ اَوْ قَبْلَكُمْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا يَعْنِىْ اَعْطَاهُ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيْهِ اَىَّ اَبٍ كُنْتُ ؟ قَالُوْا خَيْرًا . قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا . فَسَّرَهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَاِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللّٰهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا فَاِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ حَتّٰى اِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِىْ اَوْ قَالَ فَاسْهَكُوْنِىْ ثُمَّ اِذَا كَانَ رِيْحٌ عَاصِفٌ فَاذْرُوْنِىْ فِيْهَا فَاَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَرَبِّىْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ كُنْ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فَقَالَ اَىْ عَبْدِىْ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ اَوْ فَرَقٌ مِنْكَ فَمَا تَلاَفَاهُ اَنْ رَحِمَهُ فَحَدَّثْتُ اَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ فَاذْرُوْنِىْ فِى الْبَحْرِ اَوْ كَمَا حَدَّثَ . وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬০৩৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)........... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পূর্ব অথবা তোমাদের পূর্ব যুগের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছিলেন। যখন সে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো তখন সে তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম। সে বললো, যে আল্লাহ্র কাছে কোন সম্পদ সঞ্চয় রাখেনি, সে আল্লাহ্র কাছে হাযির হলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমি মারা গেলে আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। আমি যখন কয়লা হয়ে যাব তাকে ছাই ভস্ম করে ফেলবে। অতঃপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা তা তাতে উড়িয়ে দেবে। এভাবে সে তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিল। রাবী বলেন, আমার প্রতিপালকের কসম! তারা যথাযথ তাই করল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, অস্তিত্বে এসে যাও। হঠাৎ এক ব্যক্তিরূপে দণ্ডায়মান হলো। তখন তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি এমনটি কেন করলে? সে বললো, তা একমাত্র আপনার ভয়ে। তখন তিনি এর প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিলেন আপনার ভীতি অথবা আপনার থেকে সরে থাকার কারণে। আমি আবূ উসমানকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি সালমানকে শুনেছি, তিনি এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত করেছেন.... আমার ভস্মগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। অথবা তিনি যেমনটি বর্ণনা করেছেন। মু'আয (র).... উকবা (র) বলেন : আমি আবূ সাঈদ (রা)-কে শুনেছি নবী (সা) থেকে।

banglainternet.com

٣٧.٨ بَابُ الانْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِيْ

২৭০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সব গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা

٦٠٣٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِيْ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَاِنِّيْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ فَاَدْلَجُوْا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ -

৬০৩৮ মুহাম্মদ ইব্নুল আলা (র)..... আবূ মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ও আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো এমন ব্যক্তির মত, যে তার কওমের কাছে এসে বললো, আমি স্ব-চক্ষে শত্রু সেনাদলকে দেখেছি আর আমি স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা সত্বর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একদল তার কথায় সাড়া দিয়ে শেষ রজনীতে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে বেঁচে গেল। এদিকে আরেক দল তাকে মিথ্যারোপ করে, যদ্দরুন তাদেরকে ভোর বেলায় শত্রুসেনা এসে সমূলে নিপাত করে দিল।

٦٠٣٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِيْ تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا-

৬০৩৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগলো। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগলো। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরলো। তদ্রূপ আমি তোমাদের কোমরে ধরে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।

٦٠٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ-

banglainternet.com

৬০৪০ আবূ নুয়াঈম (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান (প্রকৃত) সেই ব্যক্তি, যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির (প্রকৃত) সে, আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে।

٢٧٠٩ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً

২৭০৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম

٦٠٤١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا۔

৬০৪১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

٦٠٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ۔

৬০৪২ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

٢٧١٠ بَابُ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

২৭১০. অনুচ্ছেদ ঃ প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে

٦٠٤٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ۔

৬০৪৩ ইসমাঈল (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে।

٢٧١١ بَابُ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ

২৭১১. অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী আর জাহান্নামও তদ্রূপ

٦٠٤٤ حَدَّثَنِىْ مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ ۔

banglainternet.com

৬০৪৪ মূসা ইব্‌ন মাসঊদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চাইতেও বেশি কাছাকাছি আর জাহান্নামও তদ্রূপ।

٦٠٤٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ-

৬০৪৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বাধিক সত্য কবিতা যা জনৈক কবি বলেছেন ঃ "তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই অনর্থক।"

٢٧١٢ بَابُ لِيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرْ اِلٰى مَنْ فَوْقَهُ

২৭১২. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নস্তর ব্যক্তির দিকে তাকায় আর নিজের চেয়ে উচ্চস্তর ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়

٦٠٤٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ-

৬০৪৬ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির উপর নিপতিত হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে তবে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।

٢٧١٣ بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ اَوْ سَيِّئَةٍ

২৭১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল ভাল কাজের কিংবা মন্দ কাজের

٦٠٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْدٌ اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ وَالْعُطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ بِهَا عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً-

banglainternet.com

৬০৪৭ আবূ মা'মার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (হাদীসে কুদ্‌সী স্বরূপ) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নেকী ও বদীসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর সে ইচ্ছা করল ভাল কাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র একটা পাপ লিখে দেন।

٢٧١٤ بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ

২৭১৪. অনুচ্ছেদ ঃ সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

٦٠٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ اِنْ كُنَّا نَعُدُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُوْبِقَاتِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، يَعْنِيْ الْمُهْلِكَاتِ-

৬০৪৮ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) বলেন, তোমরা এমন সব কাজ করে থাক, যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু নবী ﷺ -এর যমানায় আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন অর্থাৎ المهلكات ধ্বংসাত্মক।

٢٧١٥ بَابُ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

২৭১৫ অনুচ্ছেদ ঃ আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল, আর পরিণামের ব্যাপারে ভীত থাকা

٦٠٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْحَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِ النَّاسِ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هٰذَا فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذٰلِكَ حَتّٰى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهَا-

banglainternet.com

৬০৪৯ আলী ইব্‌ন আইয়্যাস (র)..... সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। সে ব্যক্তি অন্যান্য লোকের চাইতে ধনী ছিল। তিনি বললেন ঃ কেউ যদি জাহান্নামী লোক দেখতে চায়, সে যেন এই লোকটিকে দেখে। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে যেতে লাগল। সে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে আহত হয়ে গেল। সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল, সে তারই তরবারীর অগ্রভাগ বুকে লাগিয়ে উপুড় হয়ে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তলোয়ারটি তার বক্ষস্থল ভেদ করে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা দেখে লোকেরা একে জান্নাতী লোকের কাজ মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আর কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা মানুষের চোখে জাহান্নামীদের কাজ বলে মনে হয়। অথচ সে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই মানুষের যাবতীয় আমল পরিণামের সাথে নির্ভরশীল।

٢٧١٦ بَابُ الْعُزْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلاَطِ السُّوْءِ

২৭১৬. অনুচ্ছেদ ঃ অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে নির্জনে থাকা শান্তিদায়ক

٦٠٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ اَوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُوْنُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى مِثْلُ حَدِيْثِ اَبِي الْيَمَانِ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ-

৬০৫০ আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আর সে ব্যক্তি যে পর্বতের কোন গুহায় তার রবের ইবাদত করতে থাকে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই দেয়। যুবায়দী সুলায়মান (র) ও নো'মান (র) যুহরী (র) থেকে শুআইব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। মা'মার (র)..... আবূ সায়ীদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস (র), ইব্‌ন মুসাফির (র) ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র) জনৈক সাহাবী কর্তৃক নবী (সা) থেকে অর্থাৎ আবুল ইয়ামানের হাদীসের ন্যায় "কোন ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম বর্ণনা করেছেন।"

banglainternet.com

٦٠٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُوْنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ-

৬০৫১ আবূ নুয়াঈম (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল। সে তা নিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা ও বারি ভূমির অনুসরণ করবে, তাঁর দীনকে নিয়ে ফিতনা থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে।

٢٧١٧ بَابُ رَفْعِ الْاَمَانَةِ

২৭১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আমনতদারী উঠে যাওয়া

٦٠٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -

৬০৫২ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমানত কেমন করে নষ্ট হয়ে যাবে, তিনি বললেন ঃ যখন অযোগ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে, তখনই তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

٦٠٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ ، حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجْلَدَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ .

banglainternet.com

وَلَقَدْ اَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِى اَيُّكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْاِسْلَامُ وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ اِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا-

৬০৫৩ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। নবী ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তর্মূলে অধোগামী হয়। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে। এরপর তারা নবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে, যে ব্যক্তিটি (ঈমানদার) এক পর্যায়ে ঘুমালে পর, তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, সে কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার উপর এমন এক যমানা অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সাথে বেচাকেনা করলাম, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতাম না। কারণ সে মুসলমান হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। আর সে নাসরানী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। অথচ বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া বেচাকেনা করি না।

٦٠٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا النَّاسُ كَالاِبِلِ الْمِائَةِ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً-

৬০৫৪ আবুল ইয়ামান (র).....আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষ শত উটের ন্যায়, যাদের মধ্য থেকে সাওয়ারীর উপযোগী একটি পাওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর।

٢٧١٨ بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

২৭১৮. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদেখানো ও শোনানো ইবাদত

٦٠٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ وَحَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرَهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللّٰهُ بِهِ-

banglainternet.com

৬০৫৫ মুসাদ্দাদ ও আবূ নুআয়ম (র)..... সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি নবী ﷺ বলেন। তিনি ব্যতীত আমি অন্য কাউকে 'নবী ﷺ বলেন' এরূপ বলতে শুনিনি। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে 'লোক-শোনানো দেবেন'। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ইবাদত করবে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে 'লোক দেখানো দেবেন'।

٢٧١٩ بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ

২৭১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সাধনা করবে প্রবৃত্তির সাথে আল্লাহ্র ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে

٦٠٥٦ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ أُخْرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ-

৬০৫৬ হুদ্‌বাহ ইব্ন খালিদ (র)..... মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সহযাত্রী হলাম। অথচ আমার ও তাঁর মাঝখানে ব্যবধান ছিল শুধু সাওয়ারীর গদির কাষ্ঠ-খণ্ড। তিনি বললেন ঃ হে মুয়ায! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পরে আবার বললেন ঃ হে মুয়ায! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন ঃ হে মুয়ায ইব্ন জাবাল! আমিও আবার বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া সাদাইকা। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানো যে, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হচ্ছে এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর আরও কিছুক্ষণ পথ চলার আবার ডাকলেন, হে মুয়ায ইব্ন জাবাল! আমি বললাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ যদি বান্দা তা করে তখন আল্লাহ্র কাছে বান্দার প্রাপ্য কি হবে, তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ তখন বান্দার হক আল্লাহ্র কাছে হলো তাদেরকে আযাব না দেওয়া।

banglainternet.com

٢٧٢٠. بَابُ التَّوَاضُعِ

২৭২০. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াজু (বিনয়)

٦٠٥٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَاَبُوْخَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُسَمّٰى الْعَضْبَاءُ ، وَكَانَتْ لَاتُسْبَقُ ، فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالُوْا سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَايَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا وَضَعَهُ-

৬০৫৭ মালিক ইব্ন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর 'আয্বা' নাম্নী একটি উটনী ছিল। তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যেত না। একবার একজন বেদুঈন তার একটি উটে সাওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের কাছে তা কঠোর মনে হল। তারা বলল যে, আয্বা'কে তো অতিক্রম করে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান হলো, দুনিয়ার কোন জিনিসকে উত্থিত করা হলে তাকে পতিতও করা হয়।

٦٠٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا ، وَاِنْ سَاَلَنِيْ لَاُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَاُعِيْذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ اَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ -

৬০৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন উসমান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমি যা তার উপর ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু

banglainternet.com

সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি-না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি।

٢٧٢١ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ، وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

২৭২১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ "আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ দু'টি অঙ্গুলীর ন্যায়।" (আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ) আর কিয়ামতের ব্যাপার তো চোখের পলকের ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১৬ ঃ ৭৭)

٦٠٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا-

৬০৫৯ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়াম (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম। এ বলে তিনি আঙ্গুল দু'টিকে প্রসারিত করে ইশারা করেন।

٦٠٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَاَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ-

৬০৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম।

٦٠٦١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِىْ اِصْبَعَيْنِ تَابَعَهُ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ-

৬০৬১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার ও কিয়ামতের আবির্ভাব এ রকম। অর্থাৎ এ দু'টি আঙ্গুলের ন্যায়।

banglainternet.com

٦٠٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ

مَغْرِبِهَا ، فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ ، فَذٰلِكَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ اِنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِىْ فِيْهِ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهُ اِلٰى فِيْهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا-

৬০৬২ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন সকলেই ঈমান নিয়ে আসবে। তখনকার সম্পর্কেই (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) "সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না, ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। কিয়ামত সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে, দু'ব্যক্তি (বেচা কেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় অবশ্যই কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উটনীর দুধ দোহন করে ফিরে আসার পর সে তা পান করার অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার উটকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে) চৌবাচ্চা তৈরি করবে। কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তা খেতে পারবে না।

٢٧٢٢ بَابُ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

২৭২২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

٦٠٦٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَوْ بَعْضُ اَزْوَاجِهِ ، اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ لَيْسَ ذَاكِ ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ ، فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوْبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، اَخْتَصَرَهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -

banglainternet.com

৬০৬৩ হাজ্জাজ (র) ..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করেন না। তখন আয়েশা (রা) অথবা তাঁর অন্য কোন সহধর্মিণী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পসন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ বিষয়টা এরূপ নয়। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে, যখন মু'মিন বান্দার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তার সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শোনানো হয়। তখন তার সামনের সুসংবাদের চাইতে তার নিকট বেশি পসন্দনীয় কিছু থাকে না। সুতরাং সে তখন আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করাকেই পসন্দ করে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর কাফিরের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনের আযাবের সংবাদের চাইতে তার কাছে অধিক অপসন্দনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং সে (এ সময়) আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করা অপসন্দ করে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন।

٦٠٦٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ-

৬০৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) ..... আবূ মূসা আশ্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মুলাকাতকে ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার মুলাকাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মুলাকাতকে ভালবাসে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার মুলাকাত ভালবাসেন না।

٦٠٦٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يُرٰى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى قُلْتُ اِذًا لَا يَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ وَكَانَتْ تِلْكَ اٰخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى-

৬০৬৫ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্থাবস্থায় প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, কোন নবীরই (জান) কবয করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর জান্নাতের ঠিকানা না দেখানো হয়, আর তাঁকে (জীবন অথবা মৃত্যুর) অধিকার না দেওয়া হয়। সুতরাং যখন নবী ﷺ-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, এ সময় তাঁর মাথা আমার রানের উপর

banglainternet.com

ছিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বেহুঁশি থেকে সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর চোখ উপরের দিকে তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আল্লাহুম্মার রাফীকাল আলা' (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পসন্দ করলাম)। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তখনই আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি এখন আর আমাদেরকে পসন্দ করবেন না। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হচ্ছে সেই হাদীসের মর্ম, যা তিনি ইতিপূর্বে প্রায়ই বর্ণনা করতেন এবং এটাই ছিল তার শেষ কথা, যা তিনি বলেছেন ঃ اللهم الرفيق الاعلى—"আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পছন্দ করলাম।"

٢٧٢٣ بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ-

২৭২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুযন্ত্রণা

٦٠٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ اَبَا عَمْرٍو وَذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ اَوْ عُلْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِى الْمَاءِ . فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ-

৬০৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মায়মূন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একপাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল (উমর সন্দেহ করতেন)। তিনি তাঁর উভয় হাত ঐ পানির মধ্যে দাখিল করতেন। এরপর নিজ মুখমণ্ডলে উভয় হাত দ্বারা মসেহ করতেন এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতেন। আরও বলতেন ঃ নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে। এরপর দু'হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর দরবারে পৌঁছিয়ে দিন। এ সময়ই তার (রূহ) কব্য করা হলো। আর হাত দু'টি ঢলে পড়ল।

٦٠٦٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ جُفَاةٌ يَاتُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ اِلَى اَصْغَرِهِمْ فَيَقُوْلُ اِنْ يَعِشْ هٰذَا لَا يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتّٰى يَقُوْمَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِىْ مَوْتَهُمْ-

৬০৬৭ সাদাকা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেজাজের গ্রাম্য লোক নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করতো কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব-কনিষ্ঠ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলতেন ঃ যদি এ ব্যক্তি কিছু দিন বেঁচে থাকে তবে তার বুড়ো হওয়ার আগেই তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন যে, এ কিয়ামতের অর্থ হলো, তাদের মৃত্যু।

banglainternet.com

٦٠٦٨ حَدَّثَنَا اسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىِّ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ-

৬০৬৮ ইসমাঈল (র) ..... কাতাদা ইবন রিবঈ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তা দেখে বললেন ঃ সে শান্তি প্রাপ্ত অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'মুস্তারিহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ মু'মিন বান্দা মরে যাওয়ার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্র রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মরে যাওয়ার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তিপ্রাপ্ত হয়।

٦٠٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَلْحَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ كَعْبٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ-

৬০৬৯ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি হয়ত মুস্তারীহ্ (নিজে শান্তিপ্রাপ্ত) হবে অথবা মুস্তারাহ মিনহু (লোকজন) তার থেকে শান্তি লাভ করবে। মু'মিন (দুনিয়ার ফিত্না যাতনা থেকে) শান্তি লাভ করে।

٦٠٧٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ سَمِعَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى عَمَلُهُ-

৬০৭০ হুমায়দী (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসরণ করে থাকে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়।

٦٠٧١ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلٰى مَقْعَدَةٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً اِمَّا النَّارُ وَاِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى تُبْعَثَ-

banglainternet.com

৬০৭১ আবূ নু'মান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন কবরেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। এবং বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা। তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত।

٦٠٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوا اِلَى مَا قَدَّمُوا-

৬০৭২ আলী ইব্ন জা'দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালি দিও না। কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ফল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

٢٧٢٤ بَابُ نَفْخِ الصُّوْرِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : اَلصُّوْرُ كَهَيْئَةِ الْبُوْقِ ، زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النَّاقُوْرُ الصُّوْرُ ، الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى ، وَالرَّادِفَةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ

২৭২৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিঙ্গায় ফুৎকার। মুজাহিদ বলেছেন, শিঙ্গা হচ্ছে ডংকা আকৃতির, 'যাযরাহ' মানে চিৎকার, এবং ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, 'নাকুর' মানে শিঙ্গা, 'রাযিফা' প্রথম ফুৎকার 'রাদিফা' দ্বিতীয় ফুৎকার

٦٠٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اُسْتُبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِي عَلَى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ فِي اَوَّلِ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِي اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِي اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ-

৬০৭৩ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করল। একজন মুসলমান, অপরজন ইহুদী। মুসলমান বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মুহাম্মদ ﷺ -কে জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইহুদী বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মূসা (আ)-কে জগতবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। রাবী বলেন, এতে মুসলমান রাগান্বিত হয়ে গেল এবং ইহুদীর মুখমণ্ডলে একটি চপেটাঘাত করে বসল। এরপর ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে তার মাঝে এবং মুসলমানের

banglainternet.com

মাঝে যা ঘটেছিল এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, আর আমিই হব সেই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম হুঁশে আসবে। হুঁশ হয়েই আমি দেখতে পাব যে মূসা (আ) আরশে আযীমের কিনারা ধরে আছেন। আমি জানি না মূসা (আ) কি সেই লোক যিনি বেহুঁশ হবেন আর আমার পূর্বেই প্রকৃতিস্থ হয়ে যাবেন। নাকি তিনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বেহুঁশ হয়ে যাওয়া থেকে সতন্ত্র রেখেছেন।

٦٠٧٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْعَقُ النَّاسُ حِيْنَ يَصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ قَامَ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ فَمَا اَدْرِى اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ ، رَوَاهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬০৭৪ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন কিয়ামত হবে তখন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে। আর আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে হুঁশ হয়ে দাঁড়াবে। আর আমি দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশে আযীমকে ধরে আছেন। মূলত আমি জানি না যে, তিনি বেহুঁশীদের অন্তর্ভুক্ত কি না? এ হাদীস আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٧٢٥ بَابُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৭২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে মুষ্ঠিতে নেবেন। এ কথা নাফী' (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٠٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ-

৬০৭৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে আপন মুঠোয় আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাত দিয়ে লেপটে দিবেন। এরপর তিনি বলবেন ঃ "আমিই বাদশাহ্, দুনিয়ার বাদশাহরা কোথায়?"

٦٠٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّاُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَمَا يَكْفَاُ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِى السَّفَرِ نُزُلًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ. فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَلَا اُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلٰى قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ

banglainternet.com

خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ بَالاَمُ وَنُوْنٌ . قَالُوْا وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَاكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا-

৬০৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতীদের মেহমানদারীর জন্য তাকে স্বহস্তে তুলে নেবেন। যেমন তোমাদের মাঝে কেউ সফরের সময় তার রুটি হাতে তুলে নেয়। এমন সময় একজন ইহুদী এলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে বরকত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন বেহেশতবাসীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সেই দিন) সমস্ত ভূ-মণ্ডল একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন (লোকটিও সেইরূপই বলল)। এবার নবী ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন ঃ তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই রুটির) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন ঃ তাদের তরকারী হবে বালাম এবং নূন। সাহাবাগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন ঃ ষাঁড় এবং মাছ। এদের কলিজার গুরদা থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

٦٠٧٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ قَالَ سَهْلٌ اَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيْهَا مَعْلَمٌ لِاَحَدٍ -

৬০৭৭ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়াম (র)..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ্র সমতল যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে সাদা গমের রুটি যেমন স্বচ্ছ-শুভ্র হয়ে থাকে। সাহ্ল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোন কিছুর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না।

٢٧٢٦ بَابُ كَيْفَ الْحَشْرُ

২৭২৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাশরের অবস্থা

٦٠٧٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا-

banglainternet.com

৬০৭৮ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে তিন প্রকারে। একদল তো হবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আশিক ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বান্দাদের। দ্বিতীয় দল হবে দু'জন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহণকারী। আর অবশিষ্ট যারা থাকবে অগ্নি তাদেরকে একত্রিত করে নেবে। যেখানে তারা থামবে আগুনও তাদের সাথে সেখানে থামবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে সকাল করবে। যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে আগুনেরও সেখানে সন্ধ্যা হবে।

٦٠٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِي اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى اَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا -

৬০৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী। অধোবদন অবস্থায় কাফেরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে যে মহান সত্তা (মানুষকে) দু'পায়ের উপর হাঁটাতে পারেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন অধোবদন করে হাঁটাতে সক্ষম নন? তখন কাতাদা (রা) বললেন, আমাদের রবের ইয্যতের কসম! হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন।

٦٠٨٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُلاَقُوْا اللّٰهَ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً . قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِمَّا يُعَدُّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০৮০ আলী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে। সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসকে ঐ সমস্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়, যা ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে স্বয়ং শুনেছেন।

٦٠٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُلاَقُوْا اللّٰهَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً-

banglainternet.com

৬০৮১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মুলাকাত করবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়।

٦٠٨٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ الآيَةَ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمُ ، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ -

৬০৮২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে খুত্‌বা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর করা হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়াত ঃ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব। আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার উম্মাত থেকে কিছু লোককে আনা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বামওয়ালাদের (বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্ত) ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে প্রভু ! এরা তো আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি জান না তোমার পরে এরা কি করেছে। তখন আমি আরয করব, যেমন আরয করেছে নেককার বান্দা অর্থাৎ ঈসা (আ) আয়াত وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ..... الْحَكِيمُ পর্যন্ত। অর্থাৎ যতদিন আমি ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম ..... الحكيم পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এরপর জবাব দেওয়া হবে। এরা সর্বদাই দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ওপর বিদ্যমান ছিল।

٦٠٨٣ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكَ-

৬০৮৩ কায়স ইবন হাফস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন ঃ এরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।

banglainternet.com

٦٠٨٤ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى قُبَّةٍ ، فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِى اَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَحْمَرِ-

৬০৮৪ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কোন এক তাঁবুতে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্‌তীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ তোমরা বেহেশ্‌তীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জান। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশতীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরন্তন সত্য যে বেহেশ্‌তে কেবলমাত্র মুসলমানগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কাল ষাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ্র পশম। অথবা লাল ষাঁড়ের চামড়ার ওপর কাল পশম।

٦٠٨٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتُرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هٰذَا اَبُوْكُمْ اٰدَمُ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ كَمْ اُخْرِجُ ، فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ- فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا اُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَ هُوَ تِسْعُوْنَ فَمَاذَا يَبْقٰى مِنَّا ؟ قَالَ اِنَّ اُمَّتِى فِى الْاُمَمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ-

৬০৮৫ ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর বংশধরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি হচ্ছেন তোমাদের পিতা আদম (আ)। জবাবে তারা বলবে, لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ হাযির! হাযির! মোরা তব খিদমতে হাযির! এরপর তাঁকে আল্লাহ্ বলবেন, তোমার জাহান্নামী বংশধরকে বের কর। তখন আদম (আ) বলবেন, প্রভু হে! কি পরিমাণ বের করব? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ প্রতি একশ' থেকে নিরানব্বই জনকে বের কর। তখন সাহাবাগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতি একশ' থেকে যখন নিরানব্বই জনকে বের করা হবে তখন আর

banglainternet.com

আমাদের মাঝে বাকী থাকবে কি? তিনি ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কাল ষাঁড়ের গায়ের শুভ্র পশমের ন্যায়।

٢٧٢٧ بَابُ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ ، اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ، اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

২৭২৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার (২২ ঃ ১)। কিয়ামত আসন্ন (৫৩ ঃ ৫৭)। কিয়ামত আসন্ন (৫৪ ঃ ১)

٦٠٨٦ حَدَّثَنِى يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا اٰدَمُ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ ، قَالَ يَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ، فَذَالِكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ- فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ ، قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ اَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَدِهِ اِنِّى لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ فَحَمِدْنَا اللّٰهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَدِهِ اِنِّى لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّ مَثَلَكُمْ فِى الْاُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَالرَّقْمَةِ فِى ذِرَاعِ الْحِمَارِ-

৬০৮৬ ইউসুফ ইবন মূসা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হাযির। সমগ্র কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামীদের (দেওয়ার জন্য) বের কর। আদম (আ) আরয করবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামী বের করব? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। বস্তুত এটা হবে ঐ সময়, যখন (কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে) বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। (আয়াত) ঃ আর গর্ভবতীরা গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। (সূরা হাজ্জঃ ২) এটা সাহাবাগণের কাছে বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়াজুজ ও মাজুজ থেকে এক হাজার আর তোমাদের মাঝ থেকে হবে একজন। এরপর তিনি বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জান। আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি যে তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদুলিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু

banglainternet.com

আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন ঃ শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে আমার জান। আমি অবশ্যই আশা করি যে তোমরা বেহেশ্‌তীদের অর্ধেক হয়ে যাও। অন্য সব উম্মাতের মাঝে তোমাদের তুলনা হচ্ছে কাল ষাঁড়ের চামড়ার মাঝে সাদা চুল বিশেষ। অথবা সাদা চিহ্ন, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।

٢٧٢٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ الْوُصْلَاتُ فِى الدُّنْيَا -

২৭২৮. অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে? যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে। (৮৩ ঃ ৪, ৫, ৬) وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সেদিন দুনিয়ার সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে

٦٠٨٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِى رَشْحِهِ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ-

৬০৮৭ ইসমাঈল ইব্‌ন আবান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সেই দিন মানুষ তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে। নবী ﷺ বলেন ঃ সবাই দণ্ডায়মান হবে ঘামের মাঝে কান পর্যন্ত ডুবে থাকা অবস্থায়।

٦٠٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذَانَهُمْ-

৬০৮৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

٢٧٢٩ بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِىَ الْحَاقَّةُ لِاَنَّ فِيْهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقَّ الْاُمُوْرِ الْحَقَّةُ وَالْحَاقَّةُ وَاحِدٌ وَالْقَرِعَةُ وَالْغَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ وَالتَّغَابُنُ غَبْنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَهْلَ النَّارِ-

২৭২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ। কিয়ামতের আরেক নাম الحاقة—যেহেতু সেই দিন বিনিময় পাওয়া যাবে এবং সমস্ত কাজের বদলা পাওয়া যাবে। الحاقة এবং الحاقة -এর একই অর্থ। অনুরূপভাবে الصاخة الغاشية القارعة কিয়ামতের নাম। التغابن-এর অর্থ জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে বিস্মৃত করে দেবে

banglainternet.com

٦٠٨٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيْقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ مَايُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ-

৬০৮৯ উমর ইবন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।

٦٠٩٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَاِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُؤْخَذَ لِاَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَخِيْهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ-

৬০৯০ ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর ওপর যুলুম করেছে সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর জন্য তার কাছ থেকে নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মাজলুম) ভাই-এর গোনাহ্ এনে তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে।

٦٠٩١ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَاصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوا اُذِنَ لَهُمْ فِى دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاَحَدُهُمْ اَهْدٰى بِمَنْزِلَةٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا -

৬০৯১ আয়াতে কারীমা وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ-এর তাৎপর্যে সাল্ত ইবন মুহাম্মদ (র) .....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে খালাস পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের আটকানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তীস্থানে থাকবে। দুনিয়ায় থাকতে তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর জান, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানকে চেনার তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে অধিক চিনবে।

banglainternet.com

٢٧٣٠. بَابُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

২৭৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আযাব দেয়া হবে

٦٠٩٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَتْ قُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا قَالَ ذٰلِكَ الْعَرْضُ-

৬০৯২ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি এরূপ বলেন নি "অচিরেই সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে," তিনি বলেন, তা তো হবে শুধু পেশ করা মাত্র।

٦٠٩٣ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَاَيُّوْبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৬০৯৩ আমর ইব্ন আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি। ইব্ন জুরাইজ, মুহাম্মদ ইব্ন সুলাইম, আইউব ও সালিহ্ ইব্ন রুস্তম, ইব্ন আবূ মুলাইকা আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত রূপ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন।

٦٠٩٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اَبِى صَغِيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلاَّ هَلَكَ . فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ الْعَرْضُ . وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَّا يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عُذِّبَ-

৬০৯৪ ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যারই হিসাব গ্রহণ করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। [আয়েশা (রা) বলেন] আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেননি, যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তা পেশ করা বৈ কিছুই নয়। আর কিয়ামতের দিন আমাদের মাঝে যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে নিঃসন্দেহে আযাব দেওয়া হবে।

banglainternet.com

٦٠٩٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ اَرَاَيْتَ اَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا اَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ اَيْسَرُ مِنْ ذٰلِكَ -

৬০৯৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ও মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলতেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরকে হাযির করা হবে আর তখন তাকে বলা হবে, তোমার যদি পৃথিবী ভরা স্বর্ণ থাকত তাহলে কি তার বিনিময়ে তুমি আযাব থেকে বাঁচতে চাইতে না? সে বলবে, হাঁ চাইতাম। এরপর তাকে বলা হবে তোমার কাছে তো এর চেয়ে সহজতর বস্তুটি (তৌহীদ) চাওয়া হয়েছিল।

٦٠٩٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ . ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ . ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -

৬০৯৬ উমর ইবন হাফ্স (র) ..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন। আর সেদিন বান্দা ও আল্লাহ্র মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর বান্দা নযর করে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না। সে পুনরায় তার সামনের দিকে নযর ফেরাবে তখন তার সামনে পড়বে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজকে রক্ষা করে।

٦٠٩٧ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ . ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ . ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثَلَاثًا . حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا . ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

৬০৯৭ আ'মাশ (র) ..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার বললেন ঃ তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ। এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি তিনবার এইরূপ করলেন। এমন কি আমরা মনে করতে লাগলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন। এরপর আবার বললেন ঃ তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তবে উত্তম কথার দ্বারা হলেও (জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ গ্রহণ কর)।

banglainternet.com

٢٧٣١ بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

২৭৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে

٦٠٩٨ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ح وَحَدَّثَنِي اُسَيْدُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْاُمَمُ . فَاَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْاُمَّةُ . وَالنَّبِيُّ مَعَهُ النَّفَرُ . وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ . وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ . وَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ كَثِيْرٌ. قُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ هٰؤُلَاءِ اُمَّتِي ؟ قَالَ لَا وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ . فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ كَثِيْرٌ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَهٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ . قُلْتُ وَلِمَ ؟ قَالَ كَانُوْا لَايَكْتَوُوْنَ وَلَايَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ اِلَيْهِ عُكَّاشَةُ ابْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ . ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اٰخَرُ قَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ-

৬০৯৮ ইমরান ইব্‌ন মায়সারাহ্ ও উসায়দ ইব্‌ন যায়িদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের আমার সমীপে পেশ করা হয়। কোন নবী তাঁর অনেক উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবী কয়েকজন উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবীর সঙ্গে রয়েছে দশজন উম্মত। কোন নবীর সঙ্গে পাঁচজন আবার কোন নবী একা একা যাচ্ছেন। নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। আমি বললাম ঃ হে জিব্‌রাঈল! ওরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেন, না। তবে আপনি উর্ধ্বলোকে নজর করুন! আমি নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। ওরা আপনার উম্মত। আর তাদের সামনে রয়েছে সত্তর হাজার লোক। তাদের কোন হিসাব হবে না, হবে না তাদের কোন আযাব। আমি বললাম, তা কেন! তিনি বললেন, তারা কোন দাগ লাগাত না, ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হত না এবং কুযাত্রা মানত না। আর তারা কেবল তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করত। তখন উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান নবী করীম ﷺ -এর দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ উক্কাশা তো দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

٦٠٩٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِي زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا تُضِيْئُ وُجُوْهُهُمْ اِضَاءَةَ

banglainternet.com

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنَ الاَسَدِىُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ . فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ . ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ . فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ . فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ -

৬০৯৯ মুআয ইব্ন আসাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত থেকে কিছু লোক দল বেঁধে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এতদশ্রবণে উক্কাশা ইব্ন মিহসান আসাদী তাঁর গায়ে চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ উক্কাশা তো উক্ত দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

٦١٠٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْسَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ شَكَّ فِىْ اَحَدِهِمَا مُتَمَاسِكِيْنَ اٰخِذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتّٰى يَدْخُلَ اَوَّلُهُمْ وَاٰخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوْهُهُمْ عَلٰى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ-

৬১০০ সাঈদ ইব্ন আবূ মারিয়াম (র)..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী (আবূ হাযিম)-এর এ দুসংখ্যার মাঝে সন্দেহ রয়েছে। তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।

٦١٠١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا اَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمَوْتَ خُلُوْدٌ-

৬১০১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা দেবে যে, হে জাহান্নামের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। হে জান্নাতের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন।

banglainternet.com

٦١٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَامَوْتَ وَلِاَهْلِ النَّارِ خُلُوْدٌ لَامَوْتَ-

৬১০২ আবুল ইয়ামন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীগণকে বলা হবে, এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! এ হচ্ছে চিরন্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই।

٢٦٣٢ بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ ، عَدْنٌ خُلْدٌ ، عَدَنْتُ بِاَرْضٍ اَقَمْتُ ، وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ فِى مَعْدِنِ صِدْقٍ فِى مَنْبِتِ صِدْقٍ

২৭৩২. অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বর্ণনা। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে তা হল মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশ গুর্দা। عَدْنٌ অর্থ সর্বদা থাকা, عدنت بارض অর্থ আমি অবস্থান করেছি। এরই থেকে مَعْدِنٌ এসেছে। فِى مَعْدِنِ صِدْقٍ—যেখান থেকে সততা বের হয়

٦١٠٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ -

৬১০৩ উসমান ইব্‌ন হায়সাম (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র আবার জাহান্নামে উঁকি দিতে দেখতে পেলাম এর অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।

٦١٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৬১০৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, (এরপর দেখতে পেলাম যে) তথায় যারা প্রবেশ করেছে তারা অধিকাংশই নিঃস্ব। আর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এরপর আমি জাহান্নামের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন (দেখতে পেলাম যে) এখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

banglainternet.com

٦١٠٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادِيًا اَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمَوْتَ يَا اَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلَى فَرَحِهِمْ . وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلَى حُزْنِهِمْ-

৬১০৫ মু'আয ইব্‌ন আসাদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহান্নামীগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ্ করে দেয়া হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! (এখন আর কোন) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহান্নামীদের বিষণ্ণতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

٦١٠٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لاَهْلَ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ . فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ . فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَنَرْضٰى وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَاَنَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ . فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا -

৬১০৬ মু'আয ইব্‌ন আসাদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীগণকে সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হাযির, আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখলুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চাইতেও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, প্রভু হে! এর চাইতেও উত্তম সে কোন্ বস্তু? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।

banglainternet.com

٦١٠٧ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ فَجَاءَتْ

اُمُّهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى . فَاِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرْ وَاَحْتَسِبْ وَاِنْ تَكُ الْاُخْرَى تَرَ مَااَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ اَوَهَبِلْتِ اَوَ جَنَّةً وَاحِدَةً هِىَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَاِنَّهُ فِى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ-

৬১০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হারিসা (রা) শহীদ হলেন। আর তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয়; আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সাওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! অথবা তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেলে! জান্নাত কি একটা না কি? জান্নাত তো অনেক। আর সে হারিসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মাঝে।

٦١٠٨ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَىِ الْكَافِرِ مَسِيْرَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ. وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ اَبِى عَيَّاشٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا-

৬১০৮ মু'আয ইব্ন আসাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না। রাবী আবূ হাযিম বলেন, আমি এই হাদীসটি নু'মান ইব্ন আবূ আইয়্যাশ (র)-এর সমীপে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ থেকে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আমার কাছে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

banglainternet.com

٦١٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى سَبْعُوْنَ اَوْسَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لاَيَدْرِى اَبُو

حَازِمٍ اَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ اٰخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَايَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ-

৬১০৯ কুতায়বা (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী আবূ হাযিম জানেন না যে, নবী ﷺ উক্ত দু'টি সংখ্যার মাঝে কোন্‌টি বলেছেন। (তিনি এই মর্মে আরও বলেন যে) তারা একে অপরের হাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল।

٦١١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِى الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاوْنَ الْكَوْكَبَ فِى السَّمَاءِ قَالَ اَبِى فَحَدَّثْتُ النُّعْمَانَ بْنَ اَبِى عَيَّاشٍ فَقَالَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيْدُ فِيْهِ كَمَا تَرَاوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِى الْاُفُقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ-

৬১১০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)..... সাহল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতের মাঝে তাদের কামরাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন আকাশের মাঝে তোমরা তারকাসমূহ দেখতে পাও। (সনদান্তর্ভুক্ত) রাবী আবদুল আযীয বলেন, আমার পিতা বলেছেন যে, আমি এই হাদীসটি নু'মান ইব্ন আবূ আইয়্যাশকে বলেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আবূ সাঈদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমি শুনেছি। এবং এতে তিনি এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন "যেরূপ অস্তমান তারকাকে আকাশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তোমরা দেখে থাক।"

٦١١١ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِى قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لَاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ اَنَّ لَكَ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهِ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِى صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا فَاَبَيْتَ اِلَّا اَنْ تُشْرِكَ بِىْ

৬১১১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আযাব প্রাপ্ত লোককে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দুনিয়ার মাঝে যত কিছু আছে তার তুল্য কোন সম্পদ যদি (আজ) তোমার কাছে থাকত, তাহলে কি তুমি তার বিনিময়ে নিজকে (আযাব থেকে) মুক্ত করতে? সে বলবে, হাঁ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার থেকে এর চেয়েও সহজতর বস্তুর প্রত্যাশা করেছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে বর্তমান ছিলে। আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর তুমি তা অস্বীকার করলে আর আমার সাথে অংশী স্থাপন করলে।

banglainternet.com

٦١١٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَاَنَّهُمُ الشَّعَارِيْرُ ، قُلْتُ مَا الشَّعَارِيْرُ ؟ قَالَ الضَّغَابِيْسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، اَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ نَعَمْ-

৬১১২ আবূ নু'মান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যেমন তারা সা'আরীর। (রাবী জাবির বলেন) আমি বললাম সা'আরীর কি? তিনি বললেন ঃ সা'আরীর মানে যাগাবীস (শৃগালের বাচ্চাসমূহ)। বের হওয়ার সময় তাদের মুখ থাকবে ভাঙ্গা (দাঁত পড়া)। (সনদান্তর্ভুক্ত রাবী হাম্মাদ বলেন) আমি আবূ মুহাম্মদ আমর ইব্ন দীনারকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি কি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, শাফাআতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তিনি বললেন, হাঁ।

٦١١٣ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيْهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ-

৬১১৩ হুদবা ইব্ন খালিদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আযাবে চর্ম বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করবে।

٦١١٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ وَقَدِ امْتُحِشُوْا وَعَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ اَوْ قَالَ حَمِيَّةِ السَّيْلِ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّهَا تَنْبُتُ صُفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً-

৬১১৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যার অন্তকরণে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে বের কর। কয়লার মত হয়ে তারা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসবে। এরপর নহরে হায়াত (সঞ্জীবনী প্রস্রবণ)-এর মাঝে তাদেরকে অবগাহিত করা হবে। এতে তারা এমন সজীব হয়ে উঠবে যেমন নদী তীরে জমাট আবর্জনায় সজীব উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে। নবী ﷺ আরও বললেন ঃ তোমরা কি দেখ নাই বীজকাটা উদ্ভিদ কি সুন্দর হলদ বর্ণের হয়ে থাকে?

banglainternet.com

٦١١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِي اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ-

৬১১৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচে হাল্কা আযাব হবে, যার দু'পায়ের তালুতে রাখা হবে প্রজ্বলিত অঙ্গার, তাতে তার মগয উথ্লাতে থাকবে।

٦١١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلٰى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ-

৬১১৬ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র).....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে হাল্কা আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে দু'টি প্রজ্বলিত অঙ্গার। এতে তার মগয টগবগ করতে থাকবে। যেমন ডেক বা কলসী উথ্লায়।

٦١١٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ-

৬১১৭ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একদা) জাহান্নামের আলোচনা করলেন। এরপর তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং এর থেকে পানাহ চাইলেন। পুনঃ তিনি জাহান্নামের আলোচনা করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও এর থেকে পানাহ চাইলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজকে রক্ষা কর এক টুক্রা খেজুরের বিনিময়ে হলেও। আর যে তাও পারবে না সে যেন ভাল কথার বিনিময়ে হলেও আত্মরক্ষা করে।

٦١١٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ اَبُوْطَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ تَغْلِي مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهِ-

৬১১৮ ইবরাহীম ইবন হাম্যা (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন; যখন তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু তালিব সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ সম্ভবত কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত তাঁকে উপকার প্রদান করবে। আর তখন তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে যা টাখ্নু পর্যন্ত পৌঁছে রাখা হবে যাতে তাঁর মগজ মূল।

banglainternet.com

٦١١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ . فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ . ائْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ . ائْتُوا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِى اتَّخَذَهُ اللّٰهُ خَلِيْلاً فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوا مُوْسٰى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ائْتُوْا عِيْسٰى فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ . ائْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَاتُوْنِىْ فَاسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُقَالُ لِىْ اِرْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ تُسْمَعْ . وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ . فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِىْ . ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا ثُمَّ اُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ . فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ حَتّٰى مَايَبْقٰى فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ . وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُوْلُ عِنْدَ هٰذَا اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ-

৬১১৯ মুসাদ্দাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফাআত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সিজদা করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফাআত করুন। তখন তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে চলে যাও—যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইব্‌রাহীমের কাছে চলে যাও, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন ঃ

banglainternet.com

তোমারা ঈসা (আ)-এর কাছে চলে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাব তখন সিজ্‌দায় পড়ে যাব। আল্লাহ্ ত'আলার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল কর; তোমাকে দেওয়া হবে। বল; তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফাআত কর; তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুনঃ তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজ্‌দায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মুতাবিক যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না। কাতাদা (রা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।

٦١٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ-

৬১২০ মুসাদ্দাদ (র)..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোককে মুহাম্মদ ﷺ -এর শাফাআতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে।

٦١٢١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ حَارِثَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَائِبٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِىْ . فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ لَمْ اَبْكِ عَلَيْهِ وَ الاَّ سَوْفَ تَرٰى مَا اَصْنَعُ . فَقَالَ لَهَا هَبِلْتِ اَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ اِنَّ جِنَانًا كَثِيْرَةً . وَاِنَّهُ لَفِى الْفِرْدَوْسِ الْاَعْلٰى . وَقَالَ غَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ اَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

banglainternet.com

৬১২১ কুতায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদরের যুদ্ধে হারিসা (রা) অদৃশ্য তীরের আঘাতে শাহাদাতবরণ করলে তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার অন্তরে হারিসার স্নেহ-মমতা যে কত গভীর তা তো আপনি জানেন। অতএব সে যদি জান্নাত লাভ করে তবে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করব না। আর যদি ব্যতিক্রম হয় তবে আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন আমি কি করি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি তো নির্বোধ। জান্নাত কি একটি, না কি অনেক? আর সে তো সবচেয়ে উন্নতমানের জান্নাত ফিরদাউসে রয়েছে। তিনি আরও বললেন ঃ এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহ্র রাস্তায় চলা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। তীরের দু'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও তৎ মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর নাসীফ (ওড়না) দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

٦١٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَدْخُلُ اَحَدٌ الْجَنَّةَ اِلاَّ اُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ اَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ اِلاَّ اُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اَحْسَنَ لِيَكُوْنَ عَلَيْهِ حَسْرَةً-

৬১২২ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, স্বীয় জাহান্নামের ঠিকানাটা তাকে দেখানো হবে। যদি সে গুনাহ করত (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এ জন্য) যেন সে বেশি বেশি শোকর আদায় করে। আর যে কোন লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে তার জান্নাতের ঠিকানাটা দেখানো হবে। যদি সে নেক কাজ করত। (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এজন্য) যেন এতে তার আফসোস হয়।

٦١٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ . قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لاَ يَسْاَلُنِى اَحَدٌ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ-

৬১২৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী হবে আপনার শাফাআত দ্বারা কোন্ লোকটি? তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম যে তোমার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক আগ্রহী আর কাউকে আমি দেখিনি। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খালেস অন্তর থেকে বলে لا اله الا الله

banglainternet.com

٦١٢٤ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّى لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ، فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَى ، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَى فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنِّى اَوْ تَضْحَكُ مِنِّى وَاَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً-

৬১২৪ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নবী ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রূপ বা হাসি-ঠাট্টা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা।

٦١٢٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ هَلْ نَفَعْتَ اَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ-

৬১২৫ মুসাদ্দাদ (র).....আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আবূ তালিবকে কিছু উপকার করতে পেরেছেন?

banglainternet.com

٢٧٣٣ بَابُ الصِّرَاطُ جِسْرُ جَهَنَّمَ

২৭৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সিরাত হল জাহান্নামের পুল

٦١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا وَحَدَّثَنِي مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اُنَاسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ ؟ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ-

وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ ، وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا ، فَيَاْتِيْهِمُ اللّٰهُ فِي غَيْرِ الصُّوْرَةِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَاْتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا اَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاْتِيْهِمُ اللّٰهُ فِي الصُّوْرَةِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَبِهِ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ اَمَا رَاَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلَّا اللّٰهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ الْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ، ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِعَلَامَةِ اٰثَارِ السُّجُوْدِ ، وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوْا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقٰى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللّٰهَ فَيَقُوْلُ لَعَلَّكَ اِنْ اَعْطَيْتُكَ اَنْ تَسْاَلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَارَبِّ قَرِّبْنِي اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُوْلُ اَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لَا

banglainternet.com

تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ لَعَلِّيْ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللّٰهَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ أَلاَّ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيْهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُوْلِ فِيْهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيْهَا قِيْلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الأَمَانِيُّ فَيَقُوْلُ لَهُ هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً قَالَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ-

৬১২৬ আবুল ইয়ামান ও মাহমূদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তোমরা নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলাকে ঐরূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, (দুনিয়াতে) তোমরা যে যে জিনিসের ইবাদত করেছিলে সে তার সাথে চলে যাও। অতএব সূর্যের ইবাদতকারী সূর্যের সাথে, চন্দ্রের ইবাদতকারী চন্দ্রের সাথে এবং মূর্তিপূজারী মূর্তির সাথে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মতের লোকেরা, তাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে যে আকৃতিতে জানত, তার ব্যতিক্রম আকৃতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা তোমা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানেই থেকে যাব। আমাদের প্রভু যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নেব। এরপর যে আকৃতিতে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে জানত সে আকৃতিতে তিনি তাদের কাছে হাযির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে (হাঁ) আপনি আমাদের প্রভু। তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুসরণ করবে। এরপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দু'আ হবে اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ। অর্থাৎ হে আল্লাহ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেই পুলের উপর সা'দান নামক (এক প্রকার তিক্ত কাঁটাদার গাছ) গাছের কাঁটার ন্যায় কাঁটা থাকবে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এ কাঁটাগুলি সা'দানে

banglainternet.com

কাঁটার মতই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের আমল অনুসারে ছিনিয়ে নেবে। তাদের মাঝে কতিপয় লোক এমন হবে যে তারা তাদের আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কতিপয় লোক এমন হবে যে তাদের আমল হবে সরিষা তুল্য নগণ্য। তবুও তারা নাজাত পাবে। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কার্য সম্পাদন করবেন এবং لا إله إلا الله -এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বের করার জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে আদেশ করবেন। সিজ্‌দার চিহ্ন থেকে ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের ঐ সিজ্‌দার স্থানগুলিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে এমতাবস্থায় বের করবে যে, তখন তাদের দেহ থাকবে কয়লার মত। তারপর তাদের দেহে পানি ঢেলে দেয়া হবে। যাকে বলা হয় 'মাউল্ হায়াত' সঞ্জীবনী পানি। সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা আবর্জনায় যেরূপ উদ্ভিদ জন্মায়, পরে এগুলো যেরূপ সজীব হয় তারাও সেরূপ সজীব হয়ে যাবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু ! জাহান্নামের লু হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর জ্বলন্ত অঙ্গার আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে আর তুমি অন্যটির প্রার্থনা করবে? লোকটি বলবে, না। আল্লাহ্, তোমার ইয্‌যতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। সুতরাং তার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান ! তুমি কতই না গাদ্দার? সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ সম্ভবত আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে প্রার্থনা করবে। লোকটি বলবে, না, তোমার ইয্‌যতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে এই মর্মে ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। সে যখন জান্নাতের মধ্যস্থিত নিয়ামতগুলি দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বল নাই যে তুমি আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদম সন্তান! তুমি কতইনা গাদ্দার। লোকটি বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্ট জীবের মাঝে সবচে হতভাগ্য কর না। এভাবে সে প্রার্থনা করতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হেসে ফেলবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন হেসে ফেলবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছে হয় আমার কাছে চাও। সে (বিভিন্ন) আরযু করবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এগুলি তোমার এবং এর সমপরিমাণও তোমার। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, ঐ লোকটি হচ্ছে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী। রাবী বলেন যে, এ সময় আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনার মাঝে আবূ সাঈদ খুদ্‌রীর নিকট কোনরূপ পরিবর্তন ধরা পড়েনি। এমন কি তিনি যখন هذا لك ومثله معه পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, তখন আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি هذا لك وعشرة أمثاله —'এটি তোমার এবং এর দশ গুণ' বলেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি مثله معه স্মরণ রেখেছি।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحَوْضِ

হাউয অধ্যায়

٢٧٣٤ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

২৭৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়িদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা হাউযের কাছে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করতে থাকবে

٦١٢٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ح وَحَدَّثَنِى عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُوْنِى فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِى فَيُقَالُ اِنَّكَ لَاتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ . وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১২৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে পৌঁছব। অন্য সনদে আমর ইব্‌ন আলী (র) .....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে গিয়ে পৌঁছব। আর (ঐ সময়) তোমাদের কতিপয় লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে থেকে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি আরয করব, প্রভু হে! এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কি কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না। আসিম আবূ ওয়াঈল থেকে তার অনুসরণ করেছে। এবং হুসাইন হুযায়ফা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٦١٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَامَكُمْ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاَذْرُحَ -

৬১২৮ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের সামনে আমার হাউয এর দূরত্ব হবে এতটুকু যতটুকু দূরত্ব জারবা ও আযরুহ্ নামক স্থানদ্বয়ের মাঝে।

٦١٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ الَّذِيْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيْدٍ اِنَّ اُنَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيْدٌ النَّهَرُ الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِيْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ-

৬১২৯ আমর ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কাউসার হচ্ছে- 'আল খায়রুল কাসীর' বা অধিক কল্যাণ, যা আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ -কে দান করেছেন। রাবী আবূ বিশ্‌র বলেন, আমি সাঈদকে বললাম যে, লোকেরা তো মনে করে সেটি জান্নাতের একটা ঝর্ণা। তখন সাঈদ বললেন, এটা ঐ ঝর্ণা যা জান্নাতের মাঝে রয়েছে। তাতে আছে এমন কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেছেন।

٦١٣٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَاُ اَبَدًا-

৬১৩০ সাঈদ ইবন আবূ মারিয়াম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার হাউয (হাউযে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে। তার পানি দুধের চেয়ে শুভ্র, তার ঘ্রাণ মিশ্‌ক-এর চেয়ে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলি হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

٦١٣١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ قَدْرَ حَوْضِيْ كَمَا بَيْنَ اَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَاِنَّ فِيْهِ مِنَ الْاَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ-

৬১৩১ সাঈদ ইবন উফায়র ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার হাউযের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান'আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান আর তার পানপাত্র সমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।

٦١٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ

banglainternet.com

الْجَوْفِ، قُلْتُ مَا هٰذَا يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ . فَاِذَا طِيْنُهُ اَوْطِيْنُهُ مِسْكٌ اَذْفَرُ شَكَّ هُدْبَةُ-

৬১৩২ আবুল ওয়ালীদ ও হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে এলে দেখি যে তার দু'টি ধারে ফাপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্‌রাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা ঐ কাউসার যা আপনার প্রভু আপনাকে প্রদান করেছেন। তার মাটিতে অথবা ঘ্রাণে ছিল উৎকৃষ্ট মানের মিশ্‌ক এর সুগন্ধি। হুদবা (র) সন্দেহ করেছেন।

٦١٣٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِيْ الْحَوْضَ حَتّٰى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ لاَتَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ-

৬১৩৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার সামনে আমার উম্মতের কতিপয় লোক হাউযের কাছে আসবে। তাদেরকে আমি চিনে নিব। আমার সামনে থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে।

٦١٣٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ. قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ فَسَمِعَنِيْ النُّعْمَانُ بْنُ اَبِيْ عَيَّاشٍ فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيْدُ فِيْهَا فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّيْ . فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُحْقًا بُعْدًا سَحِيْقٌ بَعِيْدٌ سُحْقَةٌ، وَاَسْحَقَهُ اَبْعَدَهُ. وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ الْحَبَطِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِيْ فَيُحَلَّؤُنَ عَنِ الْحَوْضِ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَعِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى-ح وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُحَلَّؤُنَ وَقَالَ عُقَيْلٌ فَيَحْلَؤُنَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

banglainternet.com

৬১৩৪ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌঁছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। বারী আবূ হাযিম বলেন, নুমান ইব্‌ন আবূ আইয়্যাশ আমার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার পর বললেন, তুমিও কি সাহ্‌ল থেকে এরূপ শুনেছ? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অধিক শুনেছি। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি তখন বলব যে এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে। রাসূল ﷺ বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকুক। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, سحقا অর্থ দূরত্ব سحيق অর্থ দূর, سحقة واسحقة অর্থ তাকে দূর করে দিয়েছে।

আহমাদ ইব্‌ন শাবীব ইব্‌ন সাঈদ হাবাতী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মত থেকে একদল লোক কিয়ামতের দিন আমার সামনে (হাউযে কাউসারে) উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে হাউয থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার পরে এরা ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে কি সব কীর্তি করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিশ্চয় এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। শু'আইব (র) যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে فَيُحْلَؤُنَ বর্ণিত। উকায়ল فَيُحَلَّؤُنَ বলেছেন। যুবায়দী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦١٣٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِيْ فَيُحَلَّؤُنَ عَنْهُ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَعِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمُ ارْتَدُّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى

৬১৩৫ আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র)..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (র) নবী ﷺ -এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের থেকে কতিপয় লোক আমার সামনে হাউযে কাউসারে উপস্থিত হবে। তারপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! এরা আমার উম্মত। তিনি বলবেন, তোমার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কি কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল।

٦١٣٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمٌ اِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنِهِمْ . فَقَالَ هَلُمَّ . فَقُلْتُ اَيْنَ ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ . قُلْتُ وَمَا شَاْنُهُمْ قَالَ اِنَّهُمُ ارْتَدُّوْا بَعْدَكَ عَلَى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ اِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِيْ وَبَيْنِهِمْ . فَقَالَ هَلُمَّ .

banglainternet.com

قُلْتُ اَيْنَ ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ ، قُلْتُ وَمَا شَاْنُهُمْ ؟ قَالَ اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى فَلاَ اُرَاهُ يَخْلُصُ فِيْهِمْ اِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ-

৬১৩৬ ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি (হাশরের ময়দানে) দাঁড়িয়ে থাকব। হঠাৎ দেখতে পাব একটি দল এবং আমি যখন তাদেরকে চিনে ফেলব, একটি লোক বেরিয়ে আসবে। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে এবং সে বলবে, আপনি আসুন। আমি বলব, কোথায়? সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিশ্চয় এরা আপনার ইন্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদ দিকে সরে গিয়েছিল। এরপর হঠাৎ আরেকটি দল দেখতে পাব। আমি তাদেরকে চিনে ফেলব। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসবে। সে বলবে, আসুন! আমি বলব কোথায়? সে বলবে আল্লাহ্‌র কসম, জাহান্নামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিশ্চয়ই এরা আপনার ইন্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদপানে ফিরে গিয়েছিল। আমি মনে করি এরা রাখাল ছাড়া উটের মতো কম পরিমাণে নাজাত পাবে।

٦١٣٧ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلٰى حَوْضِيْ-

৬১৩৭ ইবরাহীম ইবনুল মুনযির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউযের ওপরে অবিস্থত।

٦١٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ-

৬১৩৮ আবদান (র) ..... জুনদব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি তোমাদের আগে হাউযের ধারে পৌছব।

٦١٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِيْ الاٰنَ، وَاِنِّيْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا-

৬১৩৯ আমর ইবন খালিদ (র) ..... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের প্রতি সালাতে জানাযার অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিম্বরে ফিরে এসে বললেন ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য হাউযের ধারে আগে পৌছব। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (কার্যাবলীর) সাক্ষী হব। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ মুহূর্তে আমার হাউয দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্ব

banglainternet.com

ভাণ্ডারের কুঞ্জি প্রদান করা হয়েছে। অথবা (বলেছেন) বিশ্বের কুঞ্জি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা শিরক করবে এ ভয় আমি করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।

٦١٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَصَنْعَاءَ. وَزَادَ ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ اَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْاَوَانِيْ قَالَ لاَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ يُرٰى فِيْهِ الْاٰنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ-

৬১৪০ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... হারিসা ইবন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে হাউযে কাউসারের আলোচনা করতে শুনেছি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ হাউযে কাউসার মদীনা এবং সান'আ নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্বের মতো। ইবন আবূ আদ্দী (র) ...... হারিসা (রা) (কিঞ্চিত) অধিক বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে 'হাউযে কাউসারের দূরত্ব মদীনা ও সান'আর দূরত্ব তুল্য' কথাটুকু শুনেছেন। তখন মুসতাওরিদ তাঁকে বললেন যে, 'আল আওয়ানী' যে বলেছেন তা কি তুমি শুননি? তিনি বললেন, না। মুসতাওরিদ বললেন, এর পাত্রগুলো তারকারাজির ন্যায় পরিলক্ষিত হবে।

٦١٤١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ عَلَى الْحَوْضِ حَتّٰى اَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ مِنِّيْ وَمِنْ اُمَّتِيْ ، فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَاعَمِلُوْا بَعْدَكَ ، وَاللّٰهِ مَا بَرِحُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ ، فَكَانَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ تَرْجِعُوْنَ عَلَى الْعَقِبِ-

৬১৪১ সাঈদ ইবন আবূ মারিয়াম (র)........ আসমা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি হাউযের ধারে থাকব। তোমাদের মাঝ থেকে যারা আমার কাছে আসবে আমি তাদেরকে দেখতে পাব। কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল। তখন ইবন আবূ মুলায়কা বললেন, হে আল্লাহ্, দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আবূ আবদুল্লা বুখারী (র) বলেন, اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ অর্থ হল تَرْجِعُوْنَ عَلَى الْعَقِبِ অর্থাৎ তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাবে।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقَدَرِ

তাক্‌দীর অধ্যায়

٦١٤٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَاَنِيْ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَاَجَلِهِ وَشَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ، فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ اَوِ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ ، قَالَ اٰدَمُ اِلاَّ ذِرَاعٌ-

৬১৪২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র বিন্দুরূপে জমা থাক। তারপর ঐরূপ চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড এবং এরপর ঐরূপ চল্লিশ দিন মাংস পিণ্ডকারে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাকে রিযিক, মউত, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য—এ চারটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেন, কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে তখন কেবলমাত্র একহাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাক্‌দীর তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি বেহেশ্‌তীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র

banglainternet.com

এক গজ বা দু'গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাকদীর তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী (র)] বলেন যে, আদম তার বর্ণনায় শুধুমাত্র ذراع (এক গজ) বলেছেন।

٦١٤٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ . فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَقْضِىَ خَلْقَهَا قَالَ يَارَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ . فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ-

৬১৪৩ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রেহেমে (মাতৃগর্ভে) একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি বীর্য। হে প্রভু! এটি রক্তপিণ্ড। হে প্রভু! এটি মাংসপিণ্ড। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রভু। এটি নর হবে, না নারী? এটি হতভাগ্য হবে, না ভাগ্যবান? তার জীবিকা কি পরিমাণ হবে? তার আয়ুষ্কাল কি হবে? তখন (আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্দেশ দেন) তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ঐ রূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

٢٧٣٥ بَابُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ وَقَوْلِهِ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لَاقٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهَا سَابِقُوْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ-

২৭৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইল্ম-এর ওপর (মুতাবিক) কলম শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ জানেন বিধায় তাকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ যার সম্মুখীন তুমি হবে (তোমার যা ঘটবে) তা লিপিবদ্ধ করার পর কলম শুকিয়ে গেছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, لها سابقون—তাদের উপর নেকবখ্তি প্রবল হয়ে গেছে

٦١٤٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُعْرَفُ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ ؟ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ-

৬১৪৪ আদম (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। সে বলল, তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

banglainternet.com

٢٧٣٦ بَابُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ

২৭৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ মানুষ যা করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত

٦١٤٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ-

৬১৪৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা (জীবিত থাকলে) কি আমল করত এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٦١٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ-

৬১৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٦١٤٧ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ وَيُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتَجُوْنَ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَجِدُوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتّٰى تَكُوْنُوْا اَنْتُمْ تَجْدَعُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ مَنْ يَمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ-

৬১৪৭ ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তবে স্বভাবধর্মের (ইসলাম) ওপরই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা (পরবর্তীতে) তাকে ইহুদী বা নাসারা বানিয়ে দেয়। যেমন কোন চতুষ্পদ প্রাণী যখন বাচ্চা প্রদান করে তখন কি কানকাটা (ত্রুটিযুক্ত) দেখতে পাও? যতক্ষণ তোমরা তার কানকেটে ত্রুটিযুক্ত করে দাও। তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নাবালিগ অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

banglainternet.com

٢٧٣٧ بَابُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا

২৭৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহর বাণী) ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত

٦١٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَاِنَّ لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا-

৬১৪৮ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী নিজে বিয়ে করার জন্য যেন তার বোনের (অপর নারীর) তালাক না চায়। কেননা, তার জন্য (তাকদীরে) যা নির্ধারিত আছে তাই সে পাবে।

٦١٤٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ اِحْدٰى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ اَنَّ اِبْنَهَا يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهَا لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلِلّٰهِ مَا اَعْطٰى كُلٌّ بِاَجَلٍ . فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ-

৬১৪৯ মালিক ইবন ইসমাঈল (র) ..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সা'দ ইবন উবাদা, উবাই ইবন কাব ও মু'আয ইবন জাবালও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক কন্যা কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক এই খবর নিয়ে এলো যে, তাঁর পুত্র সন্তান মরণাপন্ন। তখন তিনি এই বলে লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর জন্যই—যা তিনি গ্রহণ করেন। আল্লাহর জন্যই— যা তিনি দান করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাকে যেন সে (সন্তান হারানকে) পুণ্য মনে করে।

٦١٥٠ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَيْرِزٍ الْجُمَحِىُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرٰى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لَا عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللّٰهُ اَنْ تَخْرُجَ اِلَّا هِىَ كَائِنَةٌ-

৬১৫০ হিব্বান ইবন মূসা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আনসার গোত্রের একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো বাঁদীদের সাথে মিলিত হই অথচ মালকে মুহাব্বত করি। সুতরাং 'আযল' করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এ কাজ কর? তোমাদের জন্য এটা করা আর না করা উভয়ই সমান। কেননা, যে কোন জীবন যা পয়দা হওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা লিখে দিয়েছেন তা পয়দা হবেই।

banglainternet.com

٦١٥١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيْهَا شَيْئًا اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَى الشَّيْئَ قَدْ نَسِيْتُ فَاَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ اِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَاهُ فَعَرَفَهُ-

৬১৫১ মূসা ইব্‌ন মাসঊদ (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (একদা) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলি স্মরণ রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গিয়েছে। আমি ভুলে যাওয়া কোন কিছু যখন দেখতে পাই তখন তা চিনে নিতে পারি এভাবে যেমন, কোন ব্যক্তি কাউকে হারিয়ে ফেললে আবার যখন তাকে দেখতে পায় তখন চিনতে পারে।

٦١٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ فِى الْاَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَلاَ نَتَّكِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَا اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ، ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى الْاٰيَةَ-

৬১৫২ আবদান (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি। যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তা হলে (এর উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেন ঃ না, বরং আমল কর। কেননা, প্রত্যেকের জন্য আমল সহজ (যার জন্য তাকে সৃষ্টি) করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى الاية

٢٨٣٨ بَابُ اَلْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيْمِ

২৭৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আমলের ভাল-মন্দ শেষ অবস্থার ওপর নির্ভর করে

٦١٥٣ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِى الْاِسْلَامَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ اَشَدِّ الْقِتَالِ ، فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَاَثْبَتَتْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ

banglainternet.com

النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ الَّذِىْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَرْتَابُ . فَبَيْنَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوٰى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ . فَإِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ-

৬১৫৩ হিব্বান ইবন মূসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীগণের মাঝ থেকে ইসলামের দাবি করছিল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, এই লোকটি জাহান্নামী। যখন যুদ্ধ শুরু হল, লোকটি প্রবল বেগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে সে প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হলো। তবু সে অটল রইল। সাহাবীগণের মাঝ থেকে একজন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জাহান্নামী হবে বলে আপনি যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন সে তো প্রবল বেগে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং তাতে সে প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সাবধান, সে জাহান্নামী! এতে কতিপয় মুসলমানের মনে সন্দেহের ভাব হল। আর লোকটি ঐ অবস্থায়ই ছিল। হঠাৎ করে সে যখমের যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল আর অমনিই সে স্বীয় হাতটি তীরের থলের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং একটি তীর বের করে আপন বক্ষে বিঁধিয়ে দিল। এতদ্‌দৃষ্টে কয়েকজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে দৌড়িয়ে যেয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন। অমুক ব্যক্তি তো আত্মহত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বিলাল! উঠে দাঁড়াও এবং এই মর্মে ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতে কেবলমাত্র মু'মিনগণই প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্‌গার বান্দাকে দিয়েও এই দীনের সাহায্য করে থাকেন।

٦١٥٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِيْنَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ . فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ مُسْرِعًا . فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ . فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

banglainternet.com

النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَيْهِ . وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لاَ يَمُوْتُ عَلَى ذٰلِكَ . فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ . وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ .وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ-

৬১৫৪ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন তাঁদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমণকারী। নবী করীম ﷺ তার দিকে নযর করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামীকে দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন এই লোকটার দিকে নযর করে। উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি সেই লোকটির অনুসরণ করল। আর সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। এমন কি সে (এক পর্যায়ে) যখম হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। সে তার তরবারীর তীক্ষ্ণ দিকটি তার বুকের উপর দাবিয়ে দিল। এমন কি দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারী বক্ষ ভেদ করল। (এতদৃষ্টে) লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সত্যিই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল? লোকটি বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামী লোক দেখতে চায় সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়।" অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক তীব্র আক্রমণকারী ছিল। সুতরাং আমার ধারণা ছিল এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না। যখন সে আঘাতপ্রাপ্ত হল, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে বসল। নবী (সা) একথা শুনে বললেন ঃ নিশ্চয় কোন বান্দা জাহান্নামীদের আমল করেন মূলত সে জান্নাতী। আর কোন বান্দা জান্নাতী লোকের আমল করেন মূলত সে জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার পরিণামের উপর।

٢٧٣٩ بَابُ اِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ اِلَى الْقَدَرِ

২৭৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বান্দার মানতকে তাকদীরে হাওলা করে দেওয়া

٦١٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَيَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

৬১৫৫ আবূ নু'আঈম (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন। এই মর্মে তিনি বলেন, মানত কোন জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণের মাল খরচ হয়।

٦١٥٦ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَاْتِيْ ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلٰكِنْ يُلْقِيْهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ اَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ-

banglainternet.com

৬১৫৬ বিশর ইবন মুহাম্মদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মানত মানব সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাকদীরে নির্ধারণ নেই অথচ সে যে মানতটি করে তাও আমি তাকদীরে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যেন এর দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (মাল) বের করে নেই।

٢٧٤٠. بَابُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

২৭৪০. অনুচ্ছেদ ঃ 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' প্রসঙ্গে

٦١٥٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ اَبُوْ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لاَنَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ نَعْلُوْ شَرَفًا وَلاَنَهْبِطُ فِيْ وَادٍ اِلاَّ رَفَعْنَا اَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيْرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا . ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ-

৬১৫৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করতাম, কোন উঁচুতে থাকতাম এবং কোন উপত্যকা অতিক্রম করতাম তখনই উচ্চস্বরে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতাম। রাবী বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। তোমরা কোন বধির বা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না— তোমরা তো ডাকছ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী এক সত্তাকে। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইবন কায়স! আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দিব না, যা কিনা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম? তা হচ্ছে— لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

٢٧٤١ بَابُ الْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ عَاصِمٍ مَانِعٌ قَالَ مُجَاهِدٌ سُدًى عَنِ الْحَقِّ يَتَرَدَّدُوْنَ فِي الضَّلاَلَةِ دَسَّهَا اَغْوَبَهَا

২৭৪১. অনুচ্ছেদ ঃ নিষ্পাপ সে-ই যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন। عاصم অর্থ প্রতিরোধকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, سدى عن الحق গোমরাহীতে বিমত্ত হওয়া, دسها তাকে গোমরাহ করেছে

٦١٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْسَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيْفَةٌ اِلاَّ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ-

banglainternet.com

৬১৫৮ আবদান (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে কোন লোককেই খলীফা বানানো হয় তার জন্য দু'টি গুপ্তচর থাকে। একটা তো তাকে সৎকর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে উৎসাহিত করে। আরেকটা তাকে মন্দ কর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে প্ররোচিত করে। আর নিষ্পাপ সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন।

٢٧٤٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ وَقَوْلُهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ اٰمَنَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا وَقَالَ مَنْصُوْرُبْنُ النُّعْمَانِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِرْمٌ بِالْحَبْشِيَّةِ وَجَبَ

২৭৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না (২১ ঃ ৯৫)। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনও ঈমান আনবে না (১১ ঃ ৩৬)। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের (৭১ ঃ ২৭)। মানসুর ইব্‌ন নো'মান..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাব্‌শী ভাষায় حرم অর্থ জরুরী হওয়া

٦١٥٩ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ . وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১৫৯ মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে ছোট গুনাহ্ সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে যথাযথ উপমা আমি দেখি না। (নবী ﷺ বলেছেন) আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের উপর যিনার কোন না কোন হিস্‌সা লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চোখের যিনা হল (নিষিদ্ধদের প্রতি) নযর করা এবং জিহ্বার যিনা হল (যিনা সম্পর্কে) বলা। মন তার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে, লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শাবাবা (র)ও .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٧٤٣ بَابُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنٰكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

২৭৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাচ্ছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৭ ঃ ৬০)

٦١٦٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ-

৬১৬০ হুমাইদী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وما جعلنا الرؤيا التى.....الاية (আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন ঃ তা হচ্ছে চোখের দেখা। যে রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রজনীতে তাঁকে যা দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন, কুরআন মজীদে উল্লিখিত والشجرة الملعونة দ্বারা যাক্কূম বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে।

٦٧٤٤ بَابُ تَحَاجِّ آدَمَ وَمُوْسَى عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى

২৭৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আদম (আ) ও মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সামনে কথা কাটাকাটি করেন

٦١٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسَى ، فَقَالَ مُوْسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوْسَى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلُوْمُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَى ثَلاَثًا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১৬১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদম ও মূসা (আ) (পরস্পরে) কথা কাটাকাটি করেন। মূসা (আ) বলেন, হে আদম, আপনি তে আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম (আ) মূসা (আ) কে বললেন, হে মূসা! আপনাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য স্বীয় হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর এই বিতর্কে জয়ী হলেন। উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার বলেছেন। সুফিয়ানও ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٦٧٤٥ بَابُ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللّٰهُ

২৭৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই

٦١٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ فَأَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ-

৬১৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র).....মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ওয়ার্‌রাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, নবী ﷺ সালাতের পর যা পাঠ করতেন এ সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ আমার কাছে লিখে পাঠাও। তখন মুগীরা (রা) আমাকে তা লিখে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ -কে সালাতের পরে বলতে শুনেছি لا اله الا الله وحده الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, অংশীদারবিহীন। হে আল্লাহ্! তুমি যা দান কর তা রদকারী কেউ নেই। আর তুমি যা রদ কর তার কোন দানকারীও নেই। তুমি ব্যতীত প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টাও কোন ফল বয়ে আনবে না! ইব্‌ন জুরায়জ আবদা থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ার্‌রাদ তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন। এরপর আমি মুআবিয়া (রা)-এর নিকট গিয়েছি। তখন আমি তাঁকে শুনেছি তিনি মানুষকে এ দোয়া পড়তে হুকুম দিচ্ছেন।

٢٧٤٢ بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْلِهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

২৭৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হতভাগ্যের গহীন গর্ত ও মন্দ তাক্‌দীর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় চায়। এবং (মহান আল্লাহ্‌র) বাণী ঃ বল, আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে

٦١٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ-

banglainternet.com

৬১৬৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা ভয়াবহ বিপদ, হতভাগ্যের অতল গহবর, মন্দ তাক্‌দীর এবং শত্রুর আনন্দ প্রকাশ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

٢٧٤٧ بَابٌ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

২৭৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান

٦١٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ-

৬১৬৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় এইরূপ শপথ করতেন ঃ শপথ অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী (আল্লাহর)।

٦١٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاِبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ. قَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تُطِيقُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ-

৬১৬৫ আলী ইব্ন হাফ্স ও বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র)......... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইব্ন সাইয়্যাদকে একদা বললেন ঃ আমি (একটি কথা আমার অন্তঃকরণে) তোমার জন্য গোপন রেখেছি। সে বললো, তা হচ্ছে (কল্পনার) ধূম্রজাল মাত্র। নবী ﷺ বললেন ঃ চুপ কর, তুমি তো তোমার তাকদীরকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। এতদশ্রবণে উমর (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি তার মুণ্ডপাত করে দেই। তিনি বললেন ঃ রাখ একে, এ যদি তাই হয় তবে তুমি তার ওপর (এ কাজে) সক্ষম হবে না। আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার মাঝে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

٦٧٤٨ بَابٌ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا قَضَى وَقَالَ مُجَاهِدٌ بِفَاتِنِينَ مُضِلِّينَ إِلاَّ مَنْ كَتَبَ اللّٰهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ - قَدَّرَ فَهَدَى قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا

২৭৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহর বাণী) ঃ বল, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছু হবে না। كتب - নির্দিষ্ট করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, بفاتنين - যারা পথভ্রষ্ট হয়, হ্যাঁ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, সে জাহান্নামে যাবে। قدر فهدى - বদবখতি এবং নেকবখতি নির্দিষ্ট করেছেন। জন্তুকে চারণভূমি পর্যন্ত পৌছানো

٦١٦٦ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ.

banglainternet.com

فَجَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُوْنُ فِى بَلْدَةٍ يَكُوْنُ فِيْهِ وَيَمْكُثُ فِيْهِ لاَيَخْرُجُ مِنَ الْبَلْدَةِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ-

৬১৬৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হানযালী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক আযাব। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তার ওপরই প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটা মুসলমানের জন্য রহমতে পরিণত করেছেন। প্লেগাক্রান্ত শহরে কোন বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে সেখানেই অবস্থান করে, তা থেকে বের না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যা ভাগ্যে লিখেছেন তা ব্যতীত কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে সে শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।

٢٧٤٩ بَابُ قَوْلُهُ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ-

২৭৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না (৭ ঃ ৪৩)। (আরও ইরশাদ হল) ঃ আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (৪৯ ঃ ৫৭)

٦١٦٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ ، وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا ، عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا-

৬১৬৭ আবূ নু'মান (র)..... বারআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে মাটি বহন করেছেন এবং বলছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যদি আমাদেরকে হেদায়েত না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না। সাওম পালন করতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না। সুতরাং (প্রভু হে) আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন আর শত্রুর মুকাবিলায় আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। তারাই আমাদের উপর ফিত্‌না (যুদ্ধ) চাপিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু আমরা তা চাইনি।

banglainternet.com